সহীহ হাদীসের আলোকে

নামায আদায়ের পদ্ধতি

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
মুফতী আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী অব্দুচ্ছালাম চাটগামী দা.বা.

রচনায়
সাইফুল্লাহ খান
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহীহ হাদীসের আলোকে

নামায আদায়ের পদ্ধতি

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা: আল্লামা মুফতী আব্দুচ্ছালাম চাটগামী দা.বা.

রচনায় : সাইফুল্লাহ খান, খুলনা
মুফতী অকিল উদ্দিন, যশোর

সর্বস্বত্ব : লেখকদ্বয় কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশক : মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, ঢাকা।

প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০১৬

কম্পিউটার : কাফেলায়ে হক কম্পিউটার ল্যাব।

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র।

SAHIH HADISER ALOKE NAMAJ ADAYER PODDHOTI

By: Saifullah Khan, Mufti Wakil Uddin Jessoree.

Price: 90 Tk. Only.

উৎসর্গ

সে শুহাদায়ে কেরাম, যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ইসলাম নামক বৃক্ষকে প্রকাণ্ড মহিরুহে পরিণত করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরাম, যারা আমাদের আদর-সোহাগ করে আবার কখনও শাষণ করে পাহাড়সম ত্যাগ স্বীকার করে তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রতি...

✍

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শাইখুল আরব ওয়াল আযম আওলাদে রাসূল ﷺ হযরত আল্লামা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক, শাইখুল হাদীস ও শাইখুল ইসলাম **আল্লামা শাহ আহমদ শফী** দা.বা. এর

অভিমত ও দুআ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি আামাদেরকে সঠিক পথে চলার এবং তাঁর দেয়া হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, যিনি প্রতিটি আমলই শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। আর শরীয়তে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী একটি ইবাদত হলো নামায। সুতরাং নামায সুন্দর হলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ধন্য হওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের অতিযত্নে সুন্দরভাবে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্বযত্নে তা সংরক্ষণ করে তাবেয়ীদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা তাবয়ে তাবেয়ীদের। এভাবেই নামাযের শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভ্রান্তকারী এক জনগোষ্ঠি একথা বলে যে, 'আমাদের নামায সঠিক নয়, কেননা তা হাদীস বিরোধী' যা নির্জলা মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়।

মাশাআল্লাহ, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, আমার স্নেহভাজন ছাত্রদ্বয় সাইফুল্লাহ ও অকিল উদ্দিন -গবেষণায় নিয়োজিত 'উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ হাটহাজারী'- অত্যন্ত পরিশ্রম করে **'সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি'** নামক বইটি রচনা করেছে। বইটিতে সহীহ হাদীসের আলোকে নামায ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটি বিভ্রান্তকারীদের জবাব হবে বলে আশা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যে বাইটিতে বর্ণনাকৃত দলিলসমূহ মুখস্ত করা জরুরি বলে মনে করি।

মহান আল্লাহ তাআলা লেখকদ্বয় ও তাদের এ খেদমতকে কবুল করুন এবং আগামীতে ইসলামের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন॥

২৯/৬/২০১২ইং

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد!

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نوع مذکر و مؤنث بناکر پیدا فرمایا۔ اور ہر ایک کیلئے مشترکہ احکام دئے اور کچھ ہر ایک کیلئے امتیازی احکامات بھی دئے، تاکہ ہر ایک کو اپنی انفرادیت بھی رہے اور جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے سے مدد اور شناسائی بھی ملتی رہے،

اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ تمام امتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے اور آپ کی نافرمانی کرنے کو موجب شقاق و نفاق قرار دیا ہے، اور اس امت پر جو اہم ترین عبادت نماز کو فرض قرار دیا ہے وہ پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں اور اسکی تمام تر تفصیلات بمعرفت جبرئیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتادی گئیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی تعلیم و ہدایات کے مطابق مکی زندگی میں پھر مدینۃ المنورہ کیطرف ہجرت فرمانے کے بعد پورے دس سال عمر میں نماز با جماعت ادا فرمائی ہیں اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے آپ سے طریقہ نماز سیکھا آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا فرماتے رہے ہیں اور اسمیں مرد اور عورت کے مابین نماز میں جو فرق ہے اسکو بتلا دیا ہے، جس پر امت مسلمہ پورے دور صحابہ میں پھر پورے دور تابعین میں پھر پورا دور تبع تابعین میں عمل کرتے ہوئے آئی ہیں طبقۃ بعد طبقۃ پوری جماعت کے ساتھ نماز چلی آرہی ہے، کوئی بڑا نہ اختلاف رونما ہوا نہ جھگڑا،

مگر جب سے غیر مقلدین کی جماعت کا تسلط سعودیہ عربیہ کی حکومت پر ہوئی طرح طرح کے اختلافات شروع ہوگئے ہیں

قرأت خلف الامام (ع۱) مقتدی کیلئے لازم ہے ورنہ نماز نہ ہوگی کا مسئلہ کھڑا کیا، رفع الیدین (ع۲) عند الرکوع و عند الرفع من الرکوع کو ضروری قرار دیا جانے لگا، آمین (ع۳) بالجہر کو لازم اور رمضان میں تراویح (ع۴) آٹھ رکعات سنت ہونے کی آواز بلندی جاری ہے، اسیطرح عیدین کی تکبیر زائد چھ تکبیرات کی جگہ بارہ تکبیرات کے اشتہار چھاپا جا رہا ہے، خاص کر حنفی حضرات کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر مقلدوں کی پیروی کریں حنفی فقہ کی پیروی چھوڑ دیں، اور یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے

کہ امام ابو حنیفہ کی نماز بعض کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے خلاف ہے
اس سلسلہ میں ہمارے نوجوان شاگرد متخصص فی علوم الحدیث کے طلباء میں سے عزیزم مولانا سیف اللہ صاحب خلقوی
اور مولانا وکیل الدین جسری صاحب نے ان مختلف فیہا مسائل پر صحیح احادیث
کی روشنی میں ایک مقالہ تیار کیا ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ احناف کی نماز میں
متذکرہ مسائل بالکل سنت رسول اور احادیث رسول کے مطابق ہیں کتب حدیث اور
اور کتب رجال حدیث سے ان مسائل کو باحوالہ مدلل بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان طلباء کو جزائے خیر عطا فرمائے
اور آئندہ ایسے مسائل مختلف فیہا کو کتب حدیث اور رجال حدیث سے مفصلہ ومدللہ لکھنے
کی [illegible] مزید توفیق بخشے، آمین ثم آمین بحرمۃ سید الانبیاء والمرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، فقط واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم

حررہ بندہ احمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ
۱۸ رجب ۱۴۳۳ھ

জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী, পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী, আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর উচ্চতর হাদীস ও ফিকহ বিভাগের সম্মানিত উস্তাদ, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও মুফতী আযম বাংলাদেশ **আল্লামা মুফতী আব্দুচ্ছালাম চাটগামী দা.বা. এর**

ভূমিকা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حامدا ومصليا ومسلما

আল্লাহ তাআলা মানবজাতীকে নর-নারী দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন। উভয় শ্রেণির স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে এ লক্ষ্যে দিয়েছেন তাদের জন্যে কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হুকুম। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিয়েছে পৃথক হুকুম।

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ-অনুকরণ করাকে আবশ্যক করেছেন। আর তাঁর অবাধ্য হওয়াকে মতানৈক্য ও কপটতার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এই উম্মতের ওপর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত 'নামায'কে ফরয করা হয়েছে, যার পূর্ণ বর্ণনা জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দেয়া শিক্ষা মোতাবেক মক্কী জীবনে এবং মদীনায় হিজরত করার পর পূর্ণ দশ বছর জিন্দেগীতে জামাতের সাথে নামায আদায় করেছেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইমামতিতে নামায আদায় করে তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নামাযে নারী পুরুষের পার্থক্যও শিখিয়েছেন, যার ওপর উম্মতে মুসলিমার (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ থেকে) আমল চলে আসছে। এভাবে একের পর এক জামাত নামায আদায় করে আসছে। এতে তেমন কোনো বড় আকারের মতভেদ বা ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন থেকে গায়রে মুকাল্লিদদের প্রভাব সৌদিতে বিস্তার লাভ করেছে, তখন থেকে বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ শুরু হয়েছে।

ক. ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাত পড়া আবশ্যক; নতুবা নামায হবে না। **খ.** রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে রফয়ে ইয়াদায়ন করা আবশ্যক। **গ.** জোরে

আমীন বলা। **ঘ.** রমযানে তারাবীহ আট রাকাত সুন্নাত। **ঙ.** ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের পরিবর্তে বার তাকবীরের পোস্টারিং ইত্যাদি বহু বিষয় মানুষের সামনে এনে দাঁড় করালো।

বিশেষভাবে হানাফী মাযহাব অনুসারীদেরকে গায়রে মুকাল্লিদদের অনুসরণ করে ফিকহে হানাফীর অনুসরণ ছেড়ে দিতে বাধ্য করার অপচেষ্টা শুরু হলো। এটাও প্রচার শুরু হলো যে, ইমাম আবু হানীফার নামায সুন্নাত পরিপন্থী; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা দেয়া নামাযের বিপরিত।

আমার প্রিয় ও তরুণ শাগরিদ তাখাচ্ছুছ ফী উলূমিল হাদীসের ছাত্র মাওলানা সাইফুল্লাহ খান, খুলনা ও মাওলানা অকিল উদ্দিন, যশোর এই মতভেদপূর্ণ মাসআলার ওপর সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছে। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, হানাফীদের নামাযে উল্লিখিত মাসআলাগুলি সম্পূর্ণ রাসূলের সুন্নাত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহীহ হাদীস মোতাবেক। হাদীসের কিতাব ও হাদীসের রিজাল শাস্ত্রের কিতাব থেকে এই সকল মাসআলাগুলিকে দলীলসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই ছাত্রদ্বয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আগামীতে এমন মতভেদপূর্ণ মাসআলাকে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদি থেকে বিস্তারিতভাবে দলীলভিত্তিক লেখার অধিক তাওফীক দান করুন।

آمين ثم آمين بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين صلي الله عليه وآله و أصحابه إلى يوم الدين.

فقط والله أعلم وعلمه أتم وأحكم.

লেখক

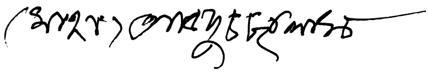

৮ রজব ১৪৩৩ হিজরী

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اُن کے واسطے سے تابعین، اسلاف و اکابر رحمہم اللہ کتب احادیث کی روشنی میں امت کو وقتاً فوقتاً روشناس کراتے رہے، اسی زریں سلسلہ کی کڑی یہ کتاب ہے جس کو مولانا سیف اللہ اور مولانا وکیل الدین صاحبان نے انتہائی عرق ریزی سے احادیث کے معتبر حوالوں کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نافع بنائے اور مؤلفین کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے آمین

(مولانا سید) اسجد مدنی

مدنی منزل دیوبند

۲۲ / نومبر ۲۰۱۲ء

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সুযোগ্য সন্তান, মাওলানা আসজাদ মাদানী দা. বা. এর

দোআ ও অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রিয় পবিত্রাত্মা সাহাবায় কেরামদের নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে তাবেয়ীগণ, আকাবির-আসলাফ তথা পূর্বসূরীরা হাদীস গ্রন্থাদির আলোকে উম্মতকে বিভিন্ন সময়ে দিক নিদের্শনা দিয়ে এসেছেন। এ সোনালী ধারাবাহিকতারই এটি মূল্যবান পুস্তিকা যা মাওলানা সাইফুল্লাহ ও মাওলানা অকিল উদ্দিন অত্যন্ত মেহনত করে গ্রহণযোগ্য হাদীসসমূহের আলোকে বিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ পুস্তিকাটি উপকারী করুন এবং লেখকদ্বয়কে সকল প্রকার খারাবী থেকে হেফাযত করুন। আমীন॥

মাওলানা সাইয়িদ আসজাদ মাদানী দা.বা.
মাদানী মঞ্জিল দেওবন্দ, ভারত
২২ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যবাহি দীনি শিক্ষানিকেতন আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আল্লামা **হাফেয জুনায়েদ শওক বাবুনগরী দা.বা. এর**

বাণী

সমস্ত স্তুতি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে, যিনি একক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোনো শরীক নেই, নেই কেউ তাঁর সমকক্ষ ও সমমর্যাদার; না সত্ত্বায় না গুণে। তিনি গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মানব জাতির হিদায়াতের জন্যে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও আসহাবের ওপর। আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে! তারপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।[1]

হাদীস শরীফে এসেছে–

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা তা আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। **ক.** কিতাবুল্লাহ ও **খ.** সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ।[2]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মানুষকে দুনিয়ার বুকে মুসলিম পরিচয়ে বিচরণ করতে হলে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী

[১]. সূরা নিসা : ৬৫

[২]. মুয়াত্তা মালেক : ৩৬৩, হাদীসঃ ১৬০৬; মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/১৭১, হাদীস : ৩১৮

শরীয়াহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ কর। এ বিপর্যয় তোমাদের অন্ধকার রাতের ন্যায় গ্রাস করে নেবে। মানুষ ভোর করবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর সকাল করবে কাফির অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দীন বিক্রি করে দিবে।[3]

সত্যিই আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যখন ফেতনা-ফাসাদ আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। কখনও নাস্তীক্যবাদ নামে, কখনও শীয়া নামে, কখনও আবার খতমে নবুওয়াত অস্বীকারের মাধ্যমে কাদীয়ানি নামে আমাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এমনই একটি গ্রুপ তথাকথিত আহলে হাদীস (লা মাযহাবী) যাদের উদ্ভব ঘটেছে এ উপমহাদেশে বৃটিশ-বেনিয়াদের সম্রাজ্যবাদকে স্থীর ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে।

তারা এদেশের মুসলমানদের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে দেয়ার জন্যে শরয়ী বিভিন্ন বিষয়াদিতে মতবিরোধ করা শুরু করে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো নামায। তারা পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল প্রচার করতে শুরু করে যে, হানাফীরা যেভাবে নামায আদায় করে তা সুন্নাহ সম্মত নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের আকাবিরীনে উলামা বক্তব্য, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের এ প্রপাগাণ্ডার দাঁতভাঙ্গা সমোচিত জবাব দিয়ে উম্মাহর আমাল হেফাযতের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের এ লেখনীর অধিকাংশই উর্দু, ফারসী ও আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায়। তাই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্যেও এমন পুস্তিকার অভাব

[৩]. মুসলিম শরীফ: ১/৭৫ হা.নং.১১৮

অনুভব করছিলাম। মাশাআল্লাহ! আমার স্নেহের ছাত্র (উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগে অধ্যয়নরত) মাওলানা সাইফুল্লাহ খান, খুলনা ও মাওলানা অকিল উদ্দিন, যশোর এ বিষয়ে **'সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি'** নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। পুস্তিকাটির বিশেষ বিশেষ জায়গা পাঠ করে আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এ রচনাটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্যে বেশ উপকারী হবে বলে মনে করছি।

পরিশেষে দুআ করছি আল্লাহ তাআলা যেন লেখকদ্বয় ও পুস্তিকাটি কবুল করেন এবং তাদেরকে সঠিকভাবে দীনের খেদমাত আঞ্জাম দেয়ার জন্যে কবুল করেন। আমীন॥

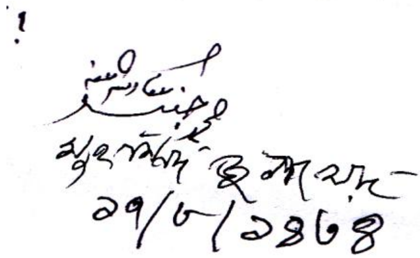

স্বাক্ষর

ঐতিহ্যবাহি দীনি বিদ্যানিকেতন আল জামিআতুল ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম বড়ুরা, কুমিল্লা এর সাবেক মহা পরিচালক আল্লামা মুফতী আব্দুল ওহাব রাহ. এর বিশিষ্ঠ খলীফা ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল মাদরাসাতুল ইসলামীয়া আল আরাবিয়া নূরুল উলূম জুজখোলা, পিরোজপুর **আলহাজ্ব মাওলানা শহীদুল্লাহ দা.বা. এর**

অভিমত ও দুআ

সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে, যিনি ভূষিত করেছেন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত উপাধিতে। আর আখেরী যামানার উম্মতকে ইলমে ওহী শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত পুরো বিশ্বের শিক্ষকরূপে। শিক্ষা দিয়েছেন তিনি মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় তথা ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, মুয়ামালাহ-মুয়াশারাহ ইত্যাদি বিষয়। আর ইবাদতের মধ্যে অন্যতম গুরুত্ববহ ইবাদত হলো নামায। রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সাহাবায়ে কেরামের মুবারক জামাতকে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তা শিক্ষা দিয়েছেন তাদের ছাত্র তাবেয়ীদের। তাবেয়ীরা তবয়ে-তাবেয়ীদের। এভাবে প্রত্যেক পূর্বসূরীরা শিক্ষা দিয়েছেন তাদের উত্তরসূরীদের। এভাবেই চলে আসছে তা শিক্ষার এ ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে।

ইদানিং একটি মহল থেকে আওয়াজ উঠেছে যে, আমাদের তথা হানাফীদের নামায কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। তারা কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে এমনটি বলছে তা আমাদের অজানা। তাই অনুভব করছিলাম এমন একটি পুস্তিকার যেখানে নামাযের মাসআলা-মাসাইলে দু'একটি করে হাদীস উল্লেখ থাকবে, যেন তাদের অপ-প্রচার ও প্রপাগাণ্ডায় মুসলিম উম্মাহ দিক-ভ্রান্ত না হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্নেহের পুত্র সাইফুল্লাহ ও তার সহপাঠি স্নেহভাজন হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন (গবেষণা রত উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী) কর্তৃক রচিত **'সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি'** নামক পুস্তিকাটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পুস্তিকাটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। আশাবাদি পুস্তিকাটি উক্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ!

পরিশেষে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ পুস্তকটির মাকবুলিয়াত দান করেন এবং লেখকদ্বয়কে কবুল করে বেশি বেশি দীনি খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন॥

স্বাক্ষর

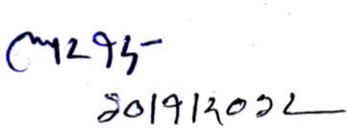

যশোর জামিআ ইসলামিয়া, ইসলামনগর, রাজারহাট, যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা. এর সুযোগ্য খলীফা **হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান** দা.বা. এর

অভিমত ও দুআ

حامدًا ومصليا ومسلما أما بعد:

শরীয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায। এ নামায কীভাবে আদায় করতে হবে তা সকল মুসলিমের জানা একান্ত কর্তব্য। ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসকে সামনে রেখে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এর শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই হাদীসের আলোকে দলীলভিত্তিক নামায আদায়ের সহজসাধ্য কোনো কিতাব সচরাচর হাতের নাগালে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। তবে আমার পরিচিত মাওলানা সাইফুল্লাহ ও আমার আদরের ছোট ভাই হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন **'সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি'** নামক পুস্তিকাটি রচনা করে দলীলভিত্তিক নামায আদায়ের নিয়মাবলী মুসলিম উম্মাহর হাতে পৌঁছে দেয়ার মতো একটি অমূল্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে।

অন্যদিকে তথাকথিত আহলে হাদীস নামধারী লা মাযহাবীদের নামায সংক্রান্ত ভুল ব্যাখ্যার খপ্পরে পড়ে যারা নিজেদের নামাযের নিময় পদ্ধতি নিয়ে সংশয়ে পড়ে আছেন, তাদের সংশয় দূর করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

সর্বশেষ আমি দুআ করি আল্লাহপাক যেন এই কিতাবের লেখকদ্বয় ও পাঠকসহ সকল মুসলিম উম্মাহকে দীনের সঠিক বুঝ দান করেন এবং লেখকদ্বয়কে তাদের লিখনির মাধ্যমে উম্মতের খেদমতে চির অমর করে রাখুন। আমীন॥

অহিদুর রহমান
৯ রমযান ১৪৩৬ হিজরী
২৭ জুন ২০১৫ ঈসায়ী
দুপুর ৩:৪৩ মিনিট।

কৃতজ্ঞতা

এ শুভক্ষণে রাব্বে কারীমের শাহী দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যার অপার করুণা ও রহমতেই সম্ভব হয়েছে এ পর্যন্ত আসা। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূল সা. এর প্রতি অসংখ্য দুরুদ ও সালামের হাদীয়া। যার মাধ্যমেই এ পৃথীবি পেয়েছে আলোর দিশা। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি উম্মতের আকাবির-আসলাফ ওলামায় কেরামদের যাদের অক্লান্ত মেহনত-পরিশ্রমের বদৌলতে নবীজির এ রক্তমাখা দীনের আমানত আমাদের পর্যন্ত বিশ্বস্থতার সাথে পৌঁছেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য উস্তাযে মুহতারাম, মুফতীয়ে আ'যম বাংলাদেশ, আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. প্রতিষ্ঠাতা 'উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ' দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী। যিনি অসুস্থতা সত্বেও আমাদের বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করেছেন ও দিক-নির্দেশনা এবং ভূমিকা লিখে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব যারা বইটির কাজ শেষ করতে সাহস যুগিয়েছে তাদেরও। স্ব-বিশেষউল্লেখ্য মাও. আবুল কাসেম ভোলা, মাও. ইমরান হাবীব রংপুরী, মাও. আরিফ মাহমুদ কুষ্টিয়া, মাও. আব্দুল মান্নান ভোলা ও মাও. রবিউল ইসলাম পাবনা, সর্বশেষ যার কথা উল্লেখ না করলে অ-কৃতজ্ঞতা হবে তিনি শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুফতী হাবীবুল্লাহ সুহাইল রায়পুরী ও মাও. যুবায়ের রায়হান, ভোলা। আল্লাহ তাআলা সকলকে তার শান অনুযায়ী জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন॥

কৈফিয়ত

২০১১ইং সন 'উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ' ১ম বর্ষে ভর্তি হয়েছি আমরা ২৯জন ছাত্র। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর মেহেরবানিতে নতুন বছরে নতুন উদ্দ্যমে পড়া-শুনা করছি। ইতোমধ্যে ২য় সাময়িক পরীক্ষা হয়ে গেল, বিভাগের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আমাদের এখন কাজ হলো হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের অনুশীলন করা। উস্তাযে মুহতারাম এসে সবাইকে অনুশীলনের জন্য তাকিদ করলেন। আমরা দু'জন পরামর্শ করে নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো অনুশীলনের ইরাদা করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ মোটামোটি শেষ করে উস্তাযে মুহতারাম, মুফতীয়ে আ'যম বাংলাদেশ, আল্লামা, মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. কে অনুশীলন দেখানোর জন্য গেলাম। উস্তাদজী দেখে বললেন তোমরা এটাকে আরেকটু সাজিয়ে-গুছিয়ে ছেপে দাও উম্মাহর অনেক উপকার হবে। ইন শা আল্লাহ। হযরতের নির্দেশে কাজ শুরু করি। এক পর্যায়ে আল্লাহর মেহেরবানিতে কাজ শেষ হয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো ভিন্ন কিছু। তাই তখন বিভিন্ন কারণে ছাপা হয়নি। তারপরও উস্তাযে মুহতারাম বারংবার বইটি ছাপার কথা বলতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ২০১৬ইং তে বইটি ছাপার মুখ দেখতে যাচ্ছে। ফা-লিল্লাহিল হামদুওশ শুকর।

পাঠকসমীপে

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪]) এ ঘোষণা একমাত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুনিয়ার অন্য কোনগ্রন্থ লেখকের পক্ষে এমন ঘোষণা দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে গঠনমূলক সমালোচনার অনুরোধ রইল। আগামী সংস্করণে সংশোধনের আশা ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তাআলা সহায় হোন। আমীন॥

আবেদন

পরিশেষে, সকলের কাছে সবিনয়ে নিবেদন, আপনারা আমাদেরকে বিশেষ সময়ের দোআয় ভুলবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে যেন কবূল করেন। এ বইয়ের ফায়দা যেন ব্যাপক করেন। আমাদের যেন দীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কবূল করেন। আমাদের কর্মগুলোতে যেন ইখলাসের পানি সিঞ্চন করতে পারি এমন যোগ্যতা দান করেন। এর সাথে জড়িত সবাইকে যেন উত্তম প্রতিদান দেন। আখেরাতে নাযাতের ওসিলা বানান। আমীন॥

[৪]. সূরা বাকারা: ২

সূচিপত্র

সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি

ফিকহ ও ফুকাহাদের মার্যাদা		২১
প্রথম অধ্যায়		
তাহারাত	অজুর পদ্ধতি......................................	৩৩
	জানাবাত হলে......................................	৩৩
	হদস..	৩৩
	অজু করার পদ্ধতি................................	৩৩
	অজু শেষে দো'আ................................	৩৪
	তায়াম্মুম..	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়		
নামায	নামায আদায়ের পদ্ধতি............................	৩৬
	নামায শেষে দো'আ................................	৩৬
	নিয়তের পদ্ধতি ও দলিল.........................	৩৯
	অজু করে কিবলামুখী..............................	৩৯
	তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার.............	৪০
	হাতের আঙ্গুলী কানের লতি......................	৪০
	হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক ফাঁক....................	৪২
	নাভির নিচে হাত বাঁধা............................	৪৩
	মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা....................	৪৫
	নামাযে সিজদার স্থানে দৃষ্টি.......................	৪৬
	সানা,তাআউয ও তাসমিয়া.......................	৪৭
কিরাত	সূরা ফাতেহা পাঠ................................	৪৮
	সালাতে জেহরী ফজর মাগরিব ও এশা..........	৪৮
	ইমামের পিছনে মুক্তাদী শুধু ক্বেরাত শ্রবণ.......	৪৯
	সূরা ফাহেতা শেষে "আমীন" বলা...............	৫২
	ফরজ নামাযে প্রথম দু'রাকাতে...................	৫২
রুকু	রুকুতে হাত না উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার"... ..	৫৩

	রুকুতে হাতের আঙ্গুল............................	৫৫
	রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা রাখা...	৫৫
	রুকুতে মহিলাগণ................................	৫৬
	রুকুর দো'আ....................................	৫৭
	রুকু থেকে উঠে সোজা ও স্থির..................	৫৮
	রুকু থেকে উঠে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা. ..	৫৯
সিজদা	"আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা করবে...... ...	৫৯
	সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদা..........................	৬০
	সিজদায় পিঠ সোজা,বাহু পাজর থেকে দূরে... .	৬২
	ধীরস্থিরভাবে সিজদা............................	৬৩
	মহিলাদের সিজদা...............................	৬৩
	সিজদায় দো'আ পাঠ............................	৬৫
	সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে বসবে........	৬৫
	মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে..	৬৭
	সিজদা থেকে উঠে...............................	৬৯
	দুই সিজদার মাঝে বসে দো'আ..................	৭০
	প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা...............	৭১
ক্বিয়াম	সিজদা থেকে দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে দাঁড়াবে...	৭২
	দ্বিতীয় রাকতে সানা ও তাআউয পড়বে না.....	৭৩
বৈঠক	প্রতম বৈঠকে কেবল তাশাহুদ পড়বে............	৭৪
	দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহুদ,দুরূদ শরীফ ও দো'আয়ে মাছুরা পড়বে..........................	৭৫
সালাম	ডানে বামে সালাম ফিরাবে.......................	৭৭
সাহু সিজদা	সাহু সিজদার নিয়ম ও দলিল.....................	৭৮
	নামায শেষে দো'আ..........................	৭৯
তৃতীয় অধ্যায়		
বিতির	বিতির নামাযের রাকাত ও পদ্ধতি................	৮১
	বিতির নামায এক সালামে তিন রাকাত..........	৮১
	বিতির নামাযে পাঠকৃত র্সরা সমূহ................	৮৩
	তৃতীয় রাকাতে ক্বেরাত শেষে তাকবীর দিবে....	৮৪

	দো'আয়ে কুনুত "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা"	৮৬
	দো'আয়ে কুনুত পড়ে রুকু করবে................	৮৭
চতুর্থ অধ্যায়		
তারাবীহ	তারাবীহ নাম করণের কারণ.....................	৮৯
	তারাবীর আমল সে যুগ থেকে আমাদের যুগ....	৮৯
	বসরায় মুসলমানদের আমল.....................	৯০
	বাগদাদে মুসলমানদের আমল...................	৯১
	খুরাসানে মুসলমানদের আমল...................	৯২
	হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাত সংখ্যা......	৯৩
পঞ্চম অধ্যায়		
ঈদ	ঈদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস............................	৯৪
	ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি....................	৯৪
	ঈদের অতিরিক্ত ছয় তাকবীর.....................	৯৫
সহায়ক গ্রন্থাবলী		
	হাদীসগ্রন্থ...	৯৭
	হাদীস ব্যাখ্যাগ্রন্থ.....................................	৯৮
	উসূলে হাদীস গ্রন্থ..................................	৯৯

ফিকহ ও ফুকাহাদের মর্যাদা

বুদ্ধি-বিবেচনা, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা মহান আল্লাহ তাআলার বড় এক নিয়ামত, যার মূল্য ওই ব্যক্তিই বুঝে যাকে আল্লাহ তাআলা উক্ত মহা-মূল্যবান সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। মূলত বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্তর্দৃষ্টি একটি উজ্জ্বল প্রদীপের মতো। কুরআন-হাদীস সে প্রদীপের তেলের মতো, যা আলো দেয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপকে সহযোগিতা করে। আর বাস্তবতা হলো, মানুষের হিদায়াত ও সফলতার জন্যে নির্ভেজাল তেল ও সে প্রদীপের কোনো বিকল্প নেই।

ওহী ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই; বরং এভাবে বলা যায়- বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা দৃষ্টির মতো, আর ওহী জ্যোতির মতো; জ্যোতি ব্যতীত দৃষ্টি যেমন মূল্যহীন, দৃষ্টি ব্যতীত জ্যোতিও তেমনি মূল্যহীন।

কুরআন ও হাদীসে তাফাক্কুহ তথা দীনি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন ও তাদাব্বুর অর্থাৎ গভীর চিন্তার প্রশংসা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

আল কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট ফায়সালা রয়েছে যে, এ উম্মতের কিছু লোকের জন্যে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন (দীনি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য) অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। এক জামাআত তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনে মনোযোগী হবে আর অন্যরা এ জামাআত থেকে বিধানসমূহ জেনে নিবে। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের এ যুগে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা যে কি পরিমাণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কুরআন-সুন্নাহর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বা নবঘটিত সমস্যা, যার স্পষ্ট সমাধান বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যায় না, এ ধরনের নবঘটিত সমস্যার সমাধান গবেষণার মাধ্যমে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করাকে **ফিকহ** বলা হয়। সুতরাং ফিকহ খোদায়ী হিদায়াত এবং নববী সুন্নাহরই আবিস্কৃত রূপ মাত্র। এ জন্যেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ফিকহ তথা দীনি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনের বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইজতিহাদ তথা গবেষণার মাধ্যমে যেসব বিধান প্রমাণিত তা কুরআন-সুন্নাহরই অংশ বিশেষ; কুরআন-সুন্নাহর ওপর বৃদ্ধি নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন তা যেমন শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে ওই সব বিধান যা নতুন সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন-সুন্নাহ থেকে গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায় তাও নববী শরীয়তেরই অন্তর্ভুক্ত।

হ্যাঁ, তবে শরয়ী বিষয়ে গবেষণাকারী অবশ্যই শরয়ী জ্ঞানে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুজতাহিদ তার গবেষণার মাধ্যমে শরয়ী বিধানাদি প্রকাশকারী মাত্র; তিনি তার গবেষণালব্ধ মাসআলাসমূহে বিধানদাতা নন।

কুরআন, সুন্নাহ ও মুহাদ্দিসদের উক্তির আলোকেই এ বিষয়টি প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

আল কুরআনে ফিকহের অবস্থান

আল কুরআনে ফিকহের শ্রেষ্টত্ব ও গুরুত্বের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾(سورة التوبة 122)

'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই কেন বের হলো না তাদের প্রত্যেক দলের একটা অংশ? যাতে তারা দীনি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে তাদের কাছে, যেন তারা (জাহান্নাম থেকে) বাঁচতে পারে।'[5]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাফাক্কুহ ফিদ্দীন তথা দীনি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর না করার ক্ষেত্রে (فَلَوْلَا نَفَرَ) বলে করেছেন ভর্ৎসনা ও সতর্ক। অতএব এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, কিছু মানুষের জন্যে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জন করা প্রশংসনীয়। আর তা অর্জন না করা ভর্ৎসনীয়।[6]

রাসূলের হাদীসে ফিকহের অবস্থান

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারি অনেক। রাসূল সা. এর নির্দেশনা ছিল আমার কথা অন্যের নিকট পৌছে দাও,[7] হতে পারে যার নিকট সে পৌঁছাবে, সে বহনকারির চেয়ে বেশি প্রজ্ঞাবান।[8]

---

৫. সূরা তাওবাহ : ১২২

৬. আসারুত তাশরী, ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ দা.বা. কৃত।

৭. সহীহ বুখারী : ৬/১৪১, হাদীস : ৩২১৫, বাংলা অনু. ই ফা বা।

৮. সুনান তিরমিযী : ৫/১১৫, হাদীস : ২৬৫৮, বাংলা অনু. ই ফা বা।

হাদীস বর্ণনাকারিতো সবাই হতে পারে, কিন্তু আহলে ফিকহ (যারা কুরআন-হাদীসে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা রাখে) ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মঙ্গলের ইচ্ছা রাখেন।

মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন−

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ... (صحيح البخاري، كِتَابُ الجهاد، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 1\439، قديمى كتب خانه)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের তাফাক্কুহ তথা দীনি জ্ঞানে প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য দান করেন।[9]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্থাৎ দীনি জ্ঞানে প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিরত্যর মতো চিরন্তন নেয়ামাত দানে ধন্য করেন। আর আল্লাহ তাআলা যে জিনিস পছন্দ করেন সে জিনিসের শ্রেষ্ঠত্বে কি আর অপূর্ণতা থাকতে পারে?

'সহীহ বুখারীর' ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন−

وَفِي ذَلِكَ بَيَانٌ ظَاهِرٌ لِفَضْلِ الْعُلَمَاءِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَلِفَضْلِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى سَائِرِ الْعُلُوم. (فتح البارى، قَوْلُهُ بَابُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، 1\218، تحت تشريح رقم الحديث:71، دار السلام)

এ হাদীসে সমস্ত মানুষের ওপর আলিমদের মর্যাদা, আর তাফাক্কুহ ফিদ্দীন তথা দীনি জ্ঞানে প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের মর্যাদা সমস্ত উলূম থেকে বেশি হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[10]

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন−

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً

৯. সহীহ বুখারী : ৫/২৯৯, হাদীস : ২৮৯৬, বাংলা অনু. ই ফা বা।
১০. ফাতহুল বারী : ১/২১৮, হাদীস : ৭১ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, দারুস সালাম।

وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ . (صحيح البخاري، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ، 1\18، رقم الحديث:79، قديمي كتب خانه)

আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমিনের ওপর (আসমান থেকে অঝর ধারায়) বর্ষিত প্রবল বৃষ্টির মতো। কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণ ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। মানুষ তা নিজে পান করে, (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমিন আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো প্রকার ঘাস-পাতা উৎপাদন করে। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন তথা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা দ্বারা সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত- যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।[11]

ফায়দা: এ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মানুষ প্রথমত দু'প্রকার।

এক. মূর্খ, যারা অহঙ্কার বা অবহেলা বশত ইলমে নববী অর্জন করে না, তারা একেবারে মসৃণ ও সমতল ভূমির মতো, যা পানি শুষেও না আবার আটকেও রাখে না। ফলে মানুষ তা থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারে না।

দুই. জ্ঞানী, যারা ইলমে নববী অর্জন করেছে। এরা আবার দু'প্রকারে বিভক্ত–

এক. তারা জমিনের ওই অংশের মতো যে অংশ পানি আটকে রাখে; কিন্তু সেখান থেকে কোনো প্রকার ফসল উৎপাদন হয় না; বরং মানুষ তা পান করে এবং তাদের জীব জন্তুকে পান করানোর মাধ্যমে উপকার লাভ করে।

দুই. তারা জমিনের ওই অংশের মতো যে অংশ পানি শুষে নেয় এবং তা দ্বারা এক সময় ফুল, ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়, যা দ্বারা মানুষ পার্থিব কল্যাণ লাভ করে।

---

১১. সহীহ বুখারী : ১/৬৩, হাদীস : ৭৯, বাংলা অনু. ই. ফা. বা.

প্রথম প্রকার: মুহাদ্দিসীনে কেরাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলো সনদ এবং আলফাজ হুবহু সংরক্ষণ করে মানুষের কাছে পৌঁছান।

দ্বিতীয় প্রকার: ফুকাহা-মুজতাহিদ, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলো সংরক্ষণ করে গভীর গবেষণার মাধ্যমে তা থেকে মাসআলা বের করে উম্মতের দীনি প্রয়োজন পুরা করেন।

বুখারী শরীফের এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, মুহদ্দিসীন এবং ফুকাহা উভয়ে শ্রেণিই হাদীসের খেদমতকারী; কিন্তু উভয়ের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাজ হাদীসের সনদ ও মতন তথা হুবহু শব্দের সংরক্ষণ। আর ফুকাহায়ে কেরামের কাজ হাদীসের অর্থ এবং মাসাইলে হাদীসের সংরক্ষণ।

এখন যদি জমির যে অংশ পানি শুষে নিয়ে ফল-ফুল উৎপাদন করে সে অংশের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এ জমি ভালো নয়, কারণ সে পানি সংরক্ষণ করেনি, তাহলে এ প্রশ্নটা কতটুকু যৌক্তিক হবে? যে ব্যক্তির ন্যূনতম বোধ-বুদ্ধি আছে সে কি এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে? বরং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জমির যে অংশ পানি শুষে নিয়ে ফল-ফুল উৎপাদন করে তা অন্যান্য অংশের চেয়ে উত্তম। কেননা পানি শুষে নিয়ে যে ফল, ফুল, সবজি ইত্যাদি উৎপাদন করছে তা দ্বারা মানুষ, পশু নির্বিশেষে সবার কল্যাণ সাধিত হয়, যা শুধুমাত্র পানি সংরক্ষণের দ্বারা হয় না। ঠিক এমনই অবস্থা ফুকাহা-মুজতাহিদদের, তারা আলফাযে হাদীসে গভীর গবেষণা করে যে মাসআলা-মাসাইল বের করেছেন, তা দ্বারা উম্মাহর অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধিত হয়েছে-হচ্ছে, যা শুধু আলফাযে হাদীস দ্বারা অর্জন করা সম্ভব ছিলো না। কেননা কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে মানব জীবনের সমস্ত শাখাগত বিধি-বিধানের সমাধান পাওয়া যায় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যাবধি কত শতো কোটি মানুষের আগমন হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং কিয়ামত অবধি হবে। প্রত্যেকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত শত সমস্যা হয়। আবার একের সঙ্গে অপরের সমস্যার কোনো মিল নেই। এমতাবস্থায় কুরআন-হাদীসে যদি প্রতিজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হয়, তাহলে আল কুরআনুল কারীমের কলেবর কত বিশাল হতে হবে? আর হাদীসে রাসূলও কত শত কোটি বর্ণনা করা দরকার ছিলো কল্পনা করা যায়? যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এভাবে কুরআন অবতীর্ণ হলো, হাদীসে রাসূলও বর্ণিত

হলো, তাহলে আদৌ কি আমাদের পক্ষে এত বিশাল ভাণ্ডার থেকে সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব হতো?

এজন্যেই আল্লাহ তাআলা আল কুরআনুল কারীমে মৌলিক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মৌলিক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। যেন নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে উম্মাহর মুজতাহিদ তথা গবেষক আলিমরা উক্ত মূলনীতিগুলো গবেষণা করে নব্য সমস্যার সমাধান উম্মাহর সামনে পেশ করতে পারেন। আর এটার নামই 'ইলমুল ফিকহ'।

উপর্যুক্ত কথাই রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে-

عنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ: أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:تُشَاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، وَلَا تُمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ . (المعجم الأوسط، رقم الحديث:1618، دار الحرمين، القاهرة) قال الإمام، المحدث، عبد الرحيم العراقي. رجاله رجال الصحيح. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، كتاب العلم، قال ﷺ لما قيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب الله ولا السنة: 1/104، دار العاصمة، الرياض) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كِتَابُ الْعِلْمِ، بَابٌ فِي الْإِجْمَاعِ، رقم الحديث:834)

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এমন কোনো বিষয় আমাদের সামনে যায়, যে বিষয়ে কোনো আদেশ-নিষেধ নেই, তখন আমাদের জন্যে কী নির্দেশ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফুকাহা ও আবিদদের সঙ্গে মাশওয়ারা করবে। সেসব ব্যাপারে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করো না।[12]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহীম ইরাকী রাহ. ও মুহাদ্দিস নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন, এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।[13] সুতরাং হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

---

[১২]. আল মুজামুল আওসাত লি ইমাম আত তাবরানী, হাদীস : ১৬১৮, দারুল হারামাইন; মাযমাউয যাওয়ায়েদ হাদীস : ৮৩৪।

[১৩]. তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়ায়ি উলূমিদ্দীন : ১/১০৪, দারুল আসেমা, রিয়াদ; মাযমাউয যাওয়ায়েদ হাদীস : ৮৩৪।

এ হাদীস দ্বারা দু'টি জিনিস স্পষ্ট হলো-

এক. এমন কিছু বিষয় ভবিষ্যতে ঘটবে যার স্পষ্ট সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যাবে না। এজন্যে হযরত আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন- 'যদি এমন কোনো বিষয় আমাদের সামনে এসে যায়, যে বিষয়ে কোনো আদেশ-নিষেধ নেই, তখন আমাদের কী করণীয়?' এর সমাধান হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'তোমরা ফুকাহা ও আবিদদের সঙ্গে মাশওয়ারা করবে'। এ থেকে বোঝা যায়, যে সব নব্য উদ্ভাবিত বিষয়ের সমাধান কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে না সে সকল বিষয়ের সমাধানের জন্যে ফুকাহাদের শরণাপন্ন হতে হবে।

দুই. উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এর প্রশ্নের উত্তরে 'ফুকাহাদের সঙ্গে মাশওয়ারা করো' বলে ইসলামী শরীয়ার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ফুকাহাদের মতামতের মর্যাদার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. বলেন–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. قال الامام الترمذي: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن الترمذي، أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ، رقم الحديث:2656)

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে আমার হাদীস শোনে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সংরক্ষণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বাচ্ছন্দে রাখুন। বস্তুত ফিকাহ তত্ত্ববিদ একে অপরের চাইতে বিচক্ষণ। আবার এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ফকীহ নন।' ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।[14]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হাদীসসমূহ অন্যের নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্য হলো ফিকহ অর্জন করা। এ কারণেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- (لَيْسَ بِفَقِيهٍ) 'অনেক ফিকাহ তত্ত্ববিবদ নিজে প্রজ্ঞাবান নয়' এজন্যে সে হাদীস অন্যের নিকট পৌঁছাবে। যেন সে হাদীস দ্বারা নিজে ফিকহ অর্জন করতে

[১৪]. সুনান তিরমিযী ৫/১১৫, হা. নং. ২৬৫৮, বাংলা অনূ. ই ফা বা।

পারে, অন্যকেও ফায়দা পৌঁছাতে পারে। আর যদি সে নিজেই প্রজ্ঞাবান হয় তাহলে হতে পারে হাদীস অন্যের নিকট পৌঁছানো দ্বারা তার চেয়ে বড় প্রজ্ঞাবানের নিকট পৌছে যাবে। সে হাদীস দ্বারা বেশি-বেশি মাসাইল ইস্তিম্বাত (আবিস্কার) করে উম্মতের নিকট পৌঁছাবে।

এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝে আসল শুধু মুহাদ্দিস যার ফিকহে হাদীস (হাদীসের অর্ন্তনিহিত বিষয়াদি) সর্ম্পকে জ্ঞান নেই সে একজন পত্রবাহকের ন্যায়। আর ফুকাহা যারা কুরআন-হাদীসের গভীরে গবেষণার মাধ্যমে মাসআলা-মাসাইল ইস্তিখরায করেন তারাই মূলত ঘরের মালিক, মালের মালিক। পত্রবাহক যার দায়িত্ব হলো ঐ সব মাল যা তার নিকট বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে পৌঁছেছে, তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া, এখন যদি সে দাবি করে যে আমিই মালের মালিক কেননা আমি মাল বহনকারী, তাহলে তার এ অযৌক্তিক দাবি কতটুকু গ্রহণীয় হবে?

এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র সহীহ হাদীস উল্লেখ করলাম যা দ্বারা পরিস্কার হলো যে, ‘ইলমুল ফিকহ’ এবং যারা ‘ইসলামী জ্ঞানে পাণ্ডিত্য-প্রাজ্ঞতা’ অর্জন করবে তাদের মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে। তাদের ব্যাপারে রাসূল সা. সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে মঙ্গলের ইচ্ছা করেন। কোন সমস্যার সম্মুখিন হলে এ ফুকাহাদের দ্বারস্থ হওয়া এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চলার আদেশ করেছেন। সুতরাং ফিকহ-ফুকাহাদের নিয়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-মস্করা করা প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সা. এর আদেশ নিয়ে উপহাস করাই বলা যায়।

আল্লাহ তাআলা এ-ফিতনার যুগে সব ধরনের ফিতনা থেকে আমাদের ইমান ও আমল হেফাযত করুন। আমীন

মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে ফিকহ ও ফুকাহা

قال عبيد الله بن عمرو الرقي: كنا عند الأعمش وعنده أبو حنيفة، فسئل الأعمش عن مسالة فقال: أفتيه يا نعمان، فأفتاه أبو حنيفة، فقال: من اين قلت هذا؟ قال: لحديث حدثتناه انت! ثم ذكر له الحديث، فقال له الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. (مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوصف ومُحَمَّد بن الحسن، للذهبي، ص34-35، لجنة أحياء المعارف النعمانية، الهند)

ওবাইদুল্লাহ ইবন আমর আর-রাক্কী বলেন, আমরা আমাশ রাহ. এর মাজলিসে ছিলাম, আবু হানীফা রাহ.ও ছিলেন। এমন সময় আমাশকে রাহ. কোন এক মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। আমাশ রাহ. বলেন, হে নুমান! তুমিই

ফাতওয়া দাও। আমাশ রাহ. এর নির্দেশে আবু হানীফা রাহ. উক্ত মাসয়ালাটি বলে দিলেন। আমাশ রাহ. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ মাসয়ালা কোথা থেকে বললে? উত্তরে আবু হানীফা রাহ. বলেন, আপনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে! অতঃপর আবু হানীফা রাহ. হাদীস বর্ণনা করলেন। আবু হানীফা রাহ. এর একথা শুনে আমাশ রাহ. বলেন, তোমরাই (ফকীহগণ) চিকিৎসক, আর আমরা (মুহাদ্দিসরা) অষুধ বিক্রেতা।[15]

ইমাম কেরদারী রাহ. তার গ্রন্থ 'মানাকিবে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.' এ লেখেন-

عن مُحَمَّد بن سعدان قال كنت عند يزيد بن هارون و عنده يحيى بن معين و على بن المديني و أحمد بن حمبل و زهير بن حرب و آخرون. إذا استفتي فقال يزيد إذهب إلى أهل العلم فقال علي ابن المديني: أليسوا عندك؟ فقال أهل العلم أصحاب الإمام وأنتم الصيادلة.

মুহাম্মদ বিন সাদান বলেন, আমি ইয়াযিদ ইবনে হারুনের মাজলিসে ছিলাম, ঐ সময় তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, জুহাইর ইবনে হারব ছাড়াও অন্যান্য অনেক বড়-বড় মুহাদ্দিস উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। মুহাদ্দীসগণের উস্তাদ ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেন, মাসআলার জন্যে আহলে এলেমদের নিকট যাও। আলী ইবনুল মাদীনী জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নিকট কি আহলে এলম নেই? উস্তাদুল মুহাদ্দিসীন ইয়াযীদ ইবনে হারুন বললেন, আহলে ইলমতো ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্ররা, আর তোমরা (মুহাদ্দিসরা) অষুধ বিক্রেতা।[16]

সুবহানাল্লাহ! ইয়াজিদ ইবনে হারুন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, যুহাইর ইবনে হারব, এরা এক-একজন তো আসমানে এলমের উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রত্যেকেই হাদীস শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত ব্যক্তিত্য। যাদের লক্ষ-লক্ষ হাদীসের সনদ-মতন মুখস্ত ছিল, ইলমুল জারহি ও তা'দীলে যাদের ইমামত সর্বজন স্বীকৃত। এতকিছু সত্ত্বেও তারা মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে ফুকাহাদের শরণাপন্ন হতেন, কিন্তু কেন? তাদের এত লক্ষ-লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও কেন ফুকাহাদের দারস্থ হতেন?

---

[১৫]. মানাকিবে ইমাম আযম আবু হানীফা যাহাবী রাহ. কৃত. ৩৪-৩৫, ইহইয়াউল মাআরিফ আন-নুমানিয়া, ভারত।

[১৬]. মানাকিবে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. ইমাম কেরদারী রহ. কৃত. ১/১০১

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন উস্তাদুল মুহাদ্দিসীন ইয়াযিদ ইবনে হারুন এবং আমাশ রহ. এভাবে যে, হে মুহাদ্দিসগণ! আলফাজে হাদীসের (হাদীসের শব্দ) ভাণ্ডার তোমারদের নিকট কিন্তু আলফাযে হাদীসের পর্দার আড়ালে যে অর্থ-মাসায়েল লুকায়িত আছে তার জ্ঞান ফুকাহাদের নিকট। এজন্যেই আমাদের (মুহাদ্দিসদের) ফুকাহাদের দারস্থ হতে হয়।

এ কথার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিয়েছেন ইমাম তিরমিযী রাহ. তার 'জামে তিরমিযী' 'মুর্দাকে গোছল করানো অনুচ্ছেদেঃ

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ .

এমনই বলেছেন ফুকাহাগণ, আর তারাই হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।[17]

সম্মানিত পাঠক! আপনারা জানেন একটা ফার্মেসীতে অষুধের টাল থাকে, কিন্তু ঐ সব অষুধের ভাল-খারাপ, কোন অষুধের কি বৈশিষ্ট্য, কোন রোগের জন্যে কোন অষুধ, তা যতটা একজন ডাক্তার জানবে তার হাজার ভাগের একভাগও একজন অষুধ বিক্রেতা জানবে না। বরং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া যদি ঔষধ বিক্রেতা রোগীকে অষুধ দেয় তাহলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মুহাদ্দিসগণ আলফাযে হাদীস তো সংরক্ষণ করেছে, এজন্যে ইয়াযীদ ইবনে হারুন এবং আমাশ রাহ. মুহাদ্দিসদের অষুধ বিক্রেতার সাথে তুলনা করেছেন। আর ফকিহদের ডাক্তারের সাথে তুলনা করেছেন।

আজ আমাদের সমাজে যারা সহীহ হাদীসের স্লোগান দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। যাদের সর্ব সাকুল্যে একজনও এমন পাওয়া যাবে না যে শুধুমাত্র আহকামের হাদীসগুলো সনদসহ, ইলালসহ, সনদের প্রতিজন রাবীর জীবনীসহ মুখস্থ বলতে পারবে। তারাই ফিকহ-ফুকাহাদের গালি-গালাজ করছে। তাদের এ ধরনের বক্তব্য, কর্মকাণ্ড জন সাধারনকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

বিখ্যাত হাফিযে হাদীস সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রাহ. যিনি 'কুতুবে সিত্তার' মারকাযী রাবীদের একজন। তার হাদীসের মাজলিসে কখনো ফিকহী জটিল মাসয়ালা আসলে তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. এর ছাত্র আছে কি না? জিজ্ঞাসা করতেন। উপস্থিত ফকীহ উত্তর প্রদান করার পর বলতেন, 'ফকীহগণের নিকট নিজেকে সমর্পন করাই দীনের নিরাপত্তা'।

---

[17]. তিরমিযী শরীফ বাংলা ৩/২৯৩, হা. নং.৯৯০, অধ্যায়ঃ কাফন-দাফন, অনূ. ই ফা বা।

এ ঘটনাই বর্ণনা করেছেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রাহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখে বাগদাদে' আহমাদ ইবনে সালত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি শুনেছি বিশর ইবনে ওয়ালীদ বলতেন:

كنا نكون عند ابن عيينة، فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. (تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ، في ترجمة: بشر بن الوليد بن خالد،أبو الوليد الكندي ، رقم الترجمة: 3518، دار الكتب العلمية)

আমরা সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মাজলিসে থাকতাম। কোন জটিল মাসআলা দেখা দিলে তিনি বলতেন, এখানে আবু হানীফার শিষ্য কেউ আছে? বলা হতো বিশর আছে। বলতেন, এর সমাধান দাও। আমি সমাধান দিলে তিনি বলতেন, ফকীহগণের নিকট নিজেকে সমর্পন করাই দ্বীনের নিরাপত্তা।[18]

আমরা এখানে আ'মাশ, ইয়াযীদ ইবন হারুন, ইমাম তিরমিযী, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ কয়েকজন মাত্র মুহাদ্দিসের উক্তি উল্লেখ করলাম, যারা সকলেই আপন সময়ের হাফিযে হাদীস ছিলেন।

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হলো যে, মুহাদ্দিসগণও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং আমল বিল হাদীসের জন্যে ফুকাহাদের উপর নির্ভর করতেন। সুতরাং পুরা উম্মতে মুসলিমারও মাসআলা এবং হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফুকাহাদের উপর নির্ভর করতে হবে। না হয় বিভ্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখিত কুরআনুল কারীমের আয়াত, হাদীসে রাসূল সা.ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের উক্তিসমূহ উম্মাহকে এদিকেই রাহনুমায়ি (পথ প্রদর্শণ) করে।

আল্লাহ তাআলা এ ফিতনার যুগে সব ধরনের ফিতনা থেকে আমাদের ইমান-আমল হেফাযত করুন। আমাদের অন্তরকে আকাবির-আসলাফ, এবং ফুকাহাদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে পবিত্র রাখুন। আমীন॥

-সাইফুল্লাহ খান

৮/৩/২০১৬ ইংরেজী, রোজ মঙ্গলবার, রাত ১০:২২

[১৮]. তারীখে বাগদাদ আবু বকর আহমাদ খতীব বাগদাদী কৃত. বিশর ইবন ওয়ালীদ আল-কিন্দীর জীবনী, জীবনী নং.৩৫১৮, দারুল কুতুব আল-ইলমীয়া।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব ও সম্মানিত করেছেন। আর সঠিক পথে চলার জন্যে পবিত্র আল-কোরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূল সা. কে প্রেরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি চলার পথের পাথেয় হিসেবে অসংখ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে।

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ . (المؤطأ لمالك . كتاب الجامع، باب النهى عن القول بالقدر)

১ নং হাদীস– রাসূল সা. বলেন,আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দু'টি আকড়িয়েধরে থাকবে গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাহার রাসূলের সুন্নাহ।[19]

অর্থাৎ এই উম্মতের জন্যে কোরআন হাদীস পালন করা আবশ্যকীয়। আর শরীয়তে অনেক নির্দেশনাবলী রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম নির্দেশ হল নামায।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন।

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. سورة المزمل২০

তোমরা নামায কায়েম কর।[20]

রাসূল সা. হাদীসে পূর্ণাঙ্গ নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আর নামাযের জন্যে তহারাত তথা পবিত্রতা আবশ্যকীয়। রাসূল সাঃ. বলেন।

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ (صحيح البخاري، بَابٌ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، جامع الترمذى، بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)

পবিত্রতা ছাড়া নামায হয় না।[21]

২ নং হাদীস– নামাযের জন্যে তহারাত তথা পবিত্রতা জরুরি। জানাবাত তথা স্বপ্নদোষ ইত্যাদি হলে শরীরে নাপাকী দূর করতে হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র অজু করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

---

[১৯]. মুয়াত্তা মালেক পৃ.৩৬৩ হা. ১৬০৬, মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৭১ হা.৩১৮

[২০]. সুরা মুয্যাম্মিল আয়াত ২০

[২১]. বুখারী ১/২৫ হা.১৩৫, মুসলিম ১/১১৯ হা.২২৪, আবু দাউদ:১/৯ হা.৫৯, তিরমিযি ১/২-৩ হা.১, ইবনে মাজা পৃ.২৪ হা.৫৯

জানাবাত হলে নাপাকী দূর করতে হবে।

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও।[22]

হদছ

অর্থাৎ প্রশ্রাব পায়খানা ইত্যাদি করলে অজু করতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (سورة المائدة)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্ড়সমুহ কনূই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ।[23]

অযুর সুন্নাত তরীকা

প্রথমে দু'হাতের কব্জিসহ তিনবার ধুবে। অতঃপর তিনবার কুলি করবে,তিনবার নাকে পানি দিবে। তিনবার সমস্ত চেহারা অর্থাৎ ওপরি অংশে চুলের গোড়া থেকে থুথনির নিচ পর্যন্ত ও দু'পাশে কান পর্যন্ত ধুবে। অতঃপর ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ও বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধৌত করবে। পুরো মাথা মাসেহ করবে। অতঃপর ডান পায়ের টাখনু ও বাম পায়ের টাখনু সহ তিনবার ধৌত করবে।

অজু শেষে নিম্নের দোআ পড়বে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

অযুর সুন্নাত তরীকা।

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. (صحيح البخارى، باب المضمضة)

৩ নং হাদীস– হযরত হুমরান রহঃ. হযরত ওসমান রাঃ. কে দেখেছেন তিনি পাত্রে পানি আনালেন, অতঃপর পাত্র থেকে পানি ঢেলে দু'হাত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের ভিতর প্রবেশ করালেন ও তিনবার কুলি ও

২২. সুরা মায়েদা আয়াত ৬

২৩. সুরা মায়েদা আয়াত ৬

তিনবার নাকে পানি দিলেন। মুখমন্ডল ও দু'হাত কনুই সহ তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন। দুই পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করলেন,অতঃপর বলেন আমি রাসূল সাঃ. কে অজু করতে দেখেছি আমার এই অজুর মত।[24]

অজু শেষে দো'আ পড়বে

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ". (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، الذكر المستحب عقب الوضوء)

৪ নং হাদীস– হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ. বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দর অজু করে বলবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।
অন্য রেওয়ায়েতে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।[25]
তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে।তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

তায়াম্মুম

অজু গোসলের জন্যে পানি পাওয়া না গেলে কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থ হওয়ার,বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

---

[২৪]. বুখারী ১/২৮ হা.১৬৪, মুসলীম শরীফ ১/১১৯-২০ হা.২২৬, নাসাই শরিফ ১/১২ হা.৮৫, ইবনে মাজা ৩৩, আবু দাউদ ১/১৪ হা.১০৬
[২৫]. মুসলিম ১/১২২ হা.৪১৪-৪১৫, নাসাই শরীফ ১/১৯ হা.১৪৮, ইবনে মাজা ৩৬ হা.৪৬৯, আবু দাউদ ১/২৩ হা.১৬৯, তিরমিযী ১/১৮ হা.৫৫

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة6)

আর যদি তোমরা রুগ্ন হও,অথবা প্রবাসে থাক,অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা সেরে আসে, অথবা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কওে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে চান। এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[26]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: «اضْرِبْ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (المستدرك على الصحيحين، احكام التيمم قال الحاكم: إسناده صحيح؛ وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح؛ قال البيهقى: اسناده صحيح: السنن الكبرى، بَابٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ)

৫নং হাদীস– এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট এসে বলল, আমার গোসল ফরজ হয়েছিল (কিন্তু পানি না থাকায়) মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। রাসূল সাঃ. বললেন এভাবে হাত মাটিতে মার এবং নিজেই দু'হাত ভূমিতে মারলেন এবং চেহারা মাসেহ করলেন। পুনরায় দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী, ইমাম জাহাবী রহ.[27] এবং ইমাম বায়হাকী রহ. উক্ত হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[28]

وقال الامام ابوبكر مُحَمَّد بن موسى الحازمى584ھ فى كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فى باب التَّيَمُّمُ) التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ سَالِمٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ

২৬. সুরা মায়েদা ৬

২৭. মুসতাদরাক ১/২৮৮ হা.৬৩৭, শরহু মাআ'নিল আসার ১/৮৭ হা.৬৮২, দারা কুতনি হা.৬৯২

২৮. বায়হাকী হা.৯৯৮

بْنُ سَعْدٍ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ. وقال عبد المعطي فى حاشيته : وهذا الرأى هو الاولى بالاتباع

তায়াম্মুম দু'বার মাটিতে হাত মারা, একবার চেহারা এবং একবার হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। এবং এ মতামতই ব্যক্ত করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর,সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ, শাবী, হাসান বসরী, মালেক ইবনু আনাস, লাইছ ইবনু সাআদ এবং অধিকাংশ আহলে হেজায, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফা ও কুফা এবং ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীগণ। এছাড়াও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণ।[29]

নামায আদায়ের পদ্ধতি

মাসআলা- সর্ব প্রথম নামাযের নিয়ত করবে।

মাসআলা- অতঃপর কিবলামুখী হয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে "তাকবীরে তাহরীমা" আল্লাহু আকবার বলবে।

মাসআলা- তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু'হাতের বৃদ্বাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর উঠাবে এবং আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক ফাক রাখবে। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভীর নিচে বাধবে।

মাসআলা- আর মহিলাগণ জড়সড় হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুকে বাঁধবে।

মাসআলা- অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে।

মাসআলা- তারপর ছানা পড়বে "ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা"।

মাসআলা- তাআউয আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজিম ও বাসমালা' বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহীম অনুচ্চস্বরে পাঠ করবে।

মাসআলা- এরপর ইমাম সূরা ফাতেহা পাঠ করবে।

মাসআলা- সালাতে জেহরী তথা ফজর, মাগরিব ও এশাতে সূরা ফাতেহা ও ক্বেরাত উচ্চস্বরে পাঠ করবে।

মাসআলা- মুক্তাদিগণ চুপ করে মনোযোগ সহকারে ইমামের কেরাত শ্রবণ করবে।

[২৯]. আল ইতিবার পৃ.১৮১

মাসআলা- সূরা ফাতেহা সমাপ্ত হলে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে অনুচ্চস্বরে "আমীন" বলবে।

মাসআলা- সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়ার পূর্বে বিসমল্লিাহ পাঠ করবে।

মাসআলা- এরপর অন্য সূরা পাঠ করবে।

মাসআলা- কেরাত শেষে শুধু তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে।

মাসআলা- রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাবে না।

মাসআলা- অতঃপর দু'হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দুই হাটুর ওপর ভর দিয়ে রুকু করবে। রুকুতে পিঠ ও মাথা সোজা ও সমন্তরাল রাখবে এবং কনুইও সোজা রাখবে এবং দু'হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে।

মাসআলা- মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাটুর ওপর হাত রাখবে এবং বাহু পাজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাকা থাকবে। পুরুষের ন্যায় পুরাপুরি পিঠ সোজা রাখবে না। রুকুতে "সুবহানা রাব্বিআল আযিম" তিনবার পাঠ করবে।

মাসআলা- অতঃপর রুকু থেকে উঠে সোজা ও স্থির হয়ে দাড়াবে এবং "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা"বলবে। মুক্তাদি "রাব্বানা লাকাল হামদ "বলবে।

মাসআলা- এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা করবে। সিজদার সময় প্রথমে দুই হাটু পরে যথাক্রমে হাত নাক কপাল ও চেহারা উভয় হাতের মাঝখানে রাখবে এবং হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে। পিঠ সোজা, বাহু পাজর থেকে দূরে এবং কনুই জমিন থেকে উঁচু রাখবে। যেন ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটি ছাগলছানা অনায়েসে যেতে পারে।

মাসআলা- আর মহিলাগণ সিজদার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। দুই রানের সঙ্গে পেট এবং পাজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত জমীনের সাথে লাগিয়ে যথাসম্ভব চেপে সিজদা করবে।

মাসআলা- সিজদায় তিন বার "সুবহানা রাব্বিআল আলা" পাঠ করবে।

মাসআলা- এরপর "আল্লাহু আকবার " বলে সেজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

মাসআলা- মহিলা গণ উভয় পা ডান দিকে করে নিতম্বের ওপর বসবে। ডান হাত ডান রানের ওপর এবং বাম হাত বাম রানের ওপর রেখে স্থিরভাবে বসবে।

মাসআলা- অতঃপর দোআ পড়বে "আল্লাহুম্মাগফীরলী ওয়ার হামনী ওয়াজ বুরনী ওয়ার ফানী ওয়াহদিনী ওয়ার যুকনী"।

মাসআলা- জলসার পর প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করবে। এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। উঠার সময় প্রথমে কপাল ও নাক পরে হাত ও হাটু উঠাবে।

মাসআলা- দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের মত আদায় করবে। তবে ছানা ও তাআউয পড়বে না।

মাসআলা- ফরজ নামাযে প্রথম দু'রাকাতে সুরা ফাতেহার পর অন্য সুরা পড়বে। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পাঠ করবে।

মাসআলা- দ্বিতীয় রাকতের দ্বিতীয় সেজদা শেষে পূর্বের ন্যায় বৈঠকে বসবে। প্রথম বৈঠকে কেবল তাশাহুদ "আত্তাহিয়্যাতু" পড়বে এবং তাশাহহুদে আশহাদু আল্লা ইলাহা বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যমাঙ্গুলীর মাথার সাথে মিলিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করবে এবং ইল্লাহ বলার সময় ইশারা বন্ধ করবে।

মাসআলা- অতঃপর চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায হলে তৃতীয় রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পাঠ করবে। পূর্বের ন্যায় রুকু সিজদা করে তৃতীয় রাকাত শেষ করবে। অতপর চতুর্থ রাকাতের জন্যে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাতের ন্যায় চতুর্থ রাকাতও আদায় করবে।

মাসআলা- এরপর "আল্লাহু আকবার " বলে সেজদা করবে, সেজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

মাসআলা- মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে করে নিতম্বের ওপর বসবে। ডান হাত ডান রানের ওপর এবং বাম হাত বাম রানের ওপর রেখে স্থিরভাবে বসবে।

মাসআলা- আর শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছুরা পড়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ"বলে সালাম ফিরাবে।

মাসআলা- নামায শেষে তিনবার "আসতাগফিরুল্লাহ" পড়বে অতঃপর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাসসালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" "সুবহানাল্লাহ" ৩৩ বার "আলহামদুলিল্লাহ" ৩৩বার "আল্লাহু আকবার" ৩৪ বার পড়বে।

মাসআলা- নামাযে ওয়াজিব ইত্যাদি ছুটে গেলে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু'র পর সালাম ফিরিয়ে সাহুর দু'সাজদা করবে। অতঃপর তাশাহুদ পড়বে ও যথা নিয়মে নামায শেষ করবে।

নিয়তের পদ্ধতি

নামাযের জন্যে নিয়ত জরুরী, অতএব নামাযে দাঁড়িয়ে এভাবে অন্তরে সংকল্প করিবে যে, আমি ফজর কিংবা জোহরের ফরজ নামায আদায় করছি।

النية ... لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غلطا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد في ذلك خلافا (الفتاوى الكبرى، عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل : نويت أصوم نويت أصلي هل هو واجب أم لا ؟)

নিয়ত অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। নিয়ত মুখে উচ্চারন করা জরুরী নয়।বরং নিয়তের স্থান অন্তর, সুতরাং ভুলক্রমে যদি কোন ব্যক্তির নিয়ত, অন্তরের সংকল্পের বিপরীত হয় তাহলে অন্তরের সংকল্পই ধর্তব্য হবে।[30]

নামাযে নিয়ত করবে

عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، (صحيح اللبخارى، باب كيف كان بدء الوحي)

৬নং হাদীস: অর্থ- হযরত ওমর রা. থেকে বর্নিত,তিনি বলেন। রাসূল সা. কে মিম্বরে বলতে শুনেছি, আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ি আমলের ফলাফল পাবে।[31]

তাই সর্ব প্রথম নিয়ত খালেছ করবে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করবে।

ভালভাবে অজু করে কিবলামুখী হয়ে স্বভাবিকভাবে নামাযে দাঁড়াবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، (صحيح البخاري : كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ : بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ)

---

৩০. আল ফাতওয়া আল কুবরা ২২/১৪০

৩১. বুখারী শরীফ ১/2 হা.১, আবু দাউদ ১/৩০০ হা.২২০১, ইবনে মাজা পৃ.৩১১ হা.৪২২৭,

৭নং হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা.বলেন তোমরা যখন নামাযের ইচ্ছা করবে, তখন সুন্দরভাবে অজু করবে, অতঃপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে।[32]

তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করবে।

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" (سنن ابن ماجه كباب باب افتتاح الصلوة) قال الشيخ الارناؤط:إسناده صحيح

৮নং হাদীসঃ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদি রাযি. বলেন রাসূল সা. যখন নামায আদায় করতেন তখন কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উত্তলোন করে "আল্লাহু আকবার" বলতেন।[33] সনদসুত্রে হাদীসটি সহীহ।

قال ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى (مكتبة الصفا) فى باب ايجاب التكبير و افتتاح الصلاة : اخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

হযরত ইবনে হাজর আসকালানী রহ. ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমা রহ. উপরোল্লেখিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[34]

তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর উঠাবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وفى رواية حتى يحاذى بهما فروع اذينه. (صحيح مسلم (دار الحديث القاهرة) كتاب الصلوة: باب استحباب رفع الليدين حذ والمنكبين مع تكبيرة الإحرام الخ)

৯নং হাদীসঃ হযরত মালিক বিন হুওয়াইরিছ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. যখন তাকবীর দিতেন দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কানের ওপরি অংশ পর্যন্ত উঠাতেন।[35]

---

৩২. বুখারী ২/৯২৪ হা.৬২৫১, মুসলীম ১/১৭০ হা.৩৯৭, নাসাঈ ১/১৪৭ হা.১৩১৩, ইবনে মাজা পৃ.৭৪ হা.১০৬০

৩৩. সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৪১ হা.৮০৩, বুখারী ২/৯২৪ হা.৬২৫১, মুসলীম ১/১৭০ হা.৩৯৭, নাসাঈ ১/১৪৭ হা.১৩১৩

৩৪. ফতহুল বারী ২/২৭০

৩৫. মুসলীম শরীফ ১/৩০৪ হা.৩৯১, ইবনে মাজা পৃ.৬২ হা.৮৫৯, সুনান দারেমী হা.১২৮৬, মুসনাদে আহমাদ ৩০/৬৩১ হা.১৮৭০২,

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.(سنن ابى داود (دار الحديث القاهرة) كتاب الصلوة :باب افتتاح الصلاة) رجاله ثقات

১০নং হাদীস: ওয়ায়ের ইবনে হুজর রা. থেকে বর্নিত,তিনি বলেন আমি রাসূল সা. কে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নামাযে দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[36] হাদীসটি মুরসাল ও দলীলযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ (سنن ابى داود (مختار ايندكنميني) كتاب الصلوة: باب رفع اليدين)

১১নং হাদীস: ওয়ায়ের ইবনে হুজর রা. থেকে বর্নিত, তিনি রাসূর সা. কে দেখেছেন যখন তিনি নামাযে দাড়াতেন দু'হাত কাধের সম্মুখে এবং দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'কান বরাবর উঠিয়ে তারপর তাকবীর বলতেন।[37] হাদীসটি মুরসাল ও দলীলযোগ্য।

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّفْعِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ بِحَيْثُ تُحَاذِي أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ أَيْ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (شرح مسلم للنواوى، دار إحياء التراث العربي-بيروت: كتاب الصلوة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام)

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, দু'হাত কাঁধ বরাবর এমনভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুল কানের ওপর অংশ পর্যন্ত ও বৃদ্বাঙ্গুলী কানের লতি পর্যন্ত এবং হাতের তালু কাঁধের সম্মুখে উঠানো। এটাই অর্থ কাঁধ বরাবর উঠানোর।[38]

হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। অতএব উক্ত হাদীস সহীহ।

المباحثة فى الثانى والثالث

---

৩৬. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৭৭ হা.৭৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৩১/১৪১ হা.১৮৮৪৯, সুনানুল কুবরা নাসাঈ হা.৯৫৮।

৩৭. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা.৭২৪, মুসলীম শরীফ ১/৩০৪ হা.৩৯১, ইবনে মাজা পৃ.৬২ হা.৮৫৯, মুসনাদে আহমাদ ৩০/৬৩১ হা.১৮৭০২, সুনান দারেমী হা.১২৮৬।

৩৮. শরহুল মুসলীম নববী ৪/৯৫, তারহুত তাছরীব ফি শারহিত তাকরিব ২/২৫৮, আওনুল মাবুদ শরহি সুনান আবু দাউদ ২/৩১৪।

وَالْمُخْتَار فِي التَّفْصِيل قبُول مُرْسل الصَّحَابِيّ إِجْمَاعًا ومرسل أهل الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث عندنَا (اى الحنفية) وَعند مَالك مُطلقًا (قفو الأثر في صفوة علم الأثر ، فصل: فى الحديث المردود لسقط من السند\قواعد فى علوم الحديث، مكتبة المطبوعات الإسلامية)[39]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের পর্যালোচনা।

২য় ও ৩য় নং হাদীসে আব্দুর জব্বার বিন ওয়ায়েল রা. তার পিতা থেকে মুরসাল রেওয়ায়েত করেছেন। জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও হানাফিদের নিকট মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ায় উক্ত হাদীস দু'টি সহীহ।

قال النواوى ثُمَّ الْمُرْسَلُ...وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي طَائِفَةٍ: صَحِيحٌ . (التقريب للنواوى النوع التاسع المرسل (دار الحديث القاهرة)[40]

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إِلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ. (تدريب الراوى النوع التاسع المرسل (دار الحديث القاهرة)[41]

وقال العلامة سيف الدين الامدى: فَقَبِلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. (الْإِحْكَامِ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ :فى الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ قَبُولِ الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ :لابي الحسن علي بن ابي علي مُحَمَّد الآمدي (المتوفى : 631هـ)[42]

وقال العلامة الشيخ مُحَمَّد يوسف البنورى رح. لا يقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور (معارف السنن (سعيدكمفنيي) باب ماجاء في وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود)

উক্ত হাদীস মুরসাল হওয়াটা কোন ক্রুটির বিষয় নয় কেননা আমাদের ও জমহুর ওলামায়ে কেরামদের নিকট মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য।[৪৩]

তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিকভাবে ফাঁক রাখবে।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا – وَأَشَارَ أَبُو

---

৩৯. কফয়ুল আছার ৭৮, জামেউত তাহসীল ফি আহকামিল মারাসীল ৩৩,

৪০. তাকরীব ১৬১, কফয়ুল আছার ৭৮, জামেউত তাহসীল ফি আহকামিল মারাসীল ৩৩।

৪১. তাদরীবুর রাবী ১৬২,

৪২. আল ইহকাম ২/১৭৭, তাকরীব ১৬১, কফয়ুল আছার ৭৮, জামেউত তাহসীল ফি আহকামিল মারাসীল ৩৩,

৪৩. মা'আরিফুস সূনান ৩/২৭

عَامِرٍ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ و وافقه الذهبي فى تلخيصه (المستدرك للحاكم مع التلخيص اللذهبى، كتاب الصلوة، باب التامين)

১২নং হাদীস– সাইদ বিন সামআন বলেন। আবু হুরাইরা রা. মসজিদে বনি যুরাইকে এসে বললেন, রাসূল সা. তিনটি আমল করতেন যা লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে। যখন নামাযে দাড়াতেন এমন বলেছেন। আবু আমের হাতের দিকে ইশারা করলেন, আঙ্গুল মিলালেন না এবং ফাঁক ও রাখলেন না।
হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাবুরী বলেন এই হাদীসের সনদ সহীহ, হাফেজ যাহাবী রহ. ও সহীহ বলেছেন।[44]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا.

(المستدرك للحاكم/ صحيح ابن حبان) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ مع تابعه

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সা. নামাযে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) আঙ্গুল স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতেন।[45] **সমর্থনের সাথে হাদীসটি সহীহ।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.

(جامع الترمذى كتاب الصلوة باب في نشر الأصابع عند التكبير)

১৩ নং হাদীস: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সা. যখন নামাযের উদ্দেশ্যে তাকবীর বলতেন তখন তার হাতের আঙ্গুলগুলী ছড়িয়ে রাখতেন।[46]

তাকবীরে তাহরীমার সময় ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভীর নিচে হাত বাঁধবে।

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. (المصنف لابن ابى شيبة، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال)

إسناده صحيح

৪৪. মুসতাদরাকে হাকিম ১/৩৫৯ হা.৮৫৬, ইবনে খুযইমা ১/২০৮ হা.৪৫৯, সুনান কুবরা লিল বায়হাকী হা.২৩১৭,

৪৫. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫৯ হা.৮৫৭, তিরমিযি শরীফ ১/৫৬ হা.২৩৯, ইবনে খুযাইমা ১/২০৮ হা.৪৫৮, ইবনে হিব্বান ৫/৬৬ হা.১৭৬৯,

৪৬. তিরমিযি শরীফ ১/৫৬ হা.২৩৯, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫৯ হা.৮৫৭, ইবনে খুযাইমা ১/২০৮ হা.৪৫৮, ইবনে হিব্বান ৫/৬৬ হা.১৭৬৯

১৪নং হাদীসঃ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন আমি রাসূল সা. কে নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভীর নিচে রাখতে দেখেছি।[47] সনদ সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

মুহাদ্দিসনে কেরামগণের অভিমত.

قال القاسم بن قطلوبغا المتوفى 879 ﻫ هذا اسنادجيد.

আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. বলেন উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

قال العلامة محمد عابد السندى : ورجاله كلهم ثقات، اثبات .

আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী রহ. বলেন উক্ত হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অতএব উক্ত হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ।[48]

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহ. বলেন-

والصحيح حديث علي.

আলী রাযি. এর হাদীস সহীহ।[49]

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন-

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. (سنن الترمذي ، أَبْوَابُ الصَّلاَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ،)

সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ এর ওপরই আমল করতেন। তাঁরা নামাযে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখার মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ উভয় হাত নাভির ওপর রাখার মত ব্যক্ত করেছেন। আর কেউ কেউ নাভির নিচে হাত বাঁধার মত ব্যক্ত করেছেন। তবে আলিমগণের নিকট এ-উভয় পদ্ধতিরই অবকাশ আছে।[50]

---

[৪৭]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩/৩২০, হা.৩৯৫৯, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৬০ হা.২৯১, তিরমিযী শরীফ ১/৫৯ হা.২৫১, আবু দাঊদ হা.৭৫৬, দ্বারা কুতনী হা.১১০২,১১০৩, সুনান বায়হাকি কুবরা হা.২৩৪১, ২৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ২/২২২ হা.৮৭৫, বাদায়ে'য়ুল ফাওয়ায়েদ ৩/৯৮১-৯৮২।

[৪৮]. তা'লীক আলাল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/৩৭০ হা.৩৯৫৯

[৪৯]. বাদায়ে'য়ুল ফাওয়ায়েদ ৩/৯৮১-৯৮২, দারু আলামিল ফাওয়ায়েদ; আবু দাউদ হা.৭৫৬।

[৫০]. তিরমিযী শরীফ ১/৫৯ হা.২৫২।

মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুকে বাঁধবে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فساق الحديث وفيه) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا . (المعْجَمُ الكَبِير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) هذا حديث حسن باعتبار شواهده بما بعد . رواه الطبرانى فى حديث طويل فى "باب الواؤ" وائل من طريق ميمونة بنت حجر عن عمتها أم يحى بنت عبد الجبار ولم اعرفها وبقية رجاله ثقات

(مجمع الزوائد ، إعلاء السنن (دار الفكر)

১৫নং হাদীস: ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রাসূল সা. আমাকে বললেন হে ওয়ায়েল! তুমি নামায আদায় করলে কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হলে হাত বুক বরাবর (অর্থাৎ আঙ্গুলসমূহ কাঁধ বরাবর) উঠাবে।[51]
উক্ত হাদীসটি সনদ সূত্রে হাসান।
এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো অনেক শাওয়াহেদ হাদীস-আছার পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ: تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا. (مُصنف ابن أبي شيبة، باب في المرأة إذا افْتَتَحَتِ الصَّلَاةَ ، إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا) اسناده حسن

১৬নং হাদীস– হযরত হাম্মাদ রহ. বলেন, মহিলা নামায আদায় করলে বুক বরাবর হাত উঠাবে।[52] সনদ বিচারে হাদীসটি হাসান।

عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : حَذْوَ ثَدْيَيْهَا. (مُصنف ابن أبي شيبة)

১৭নং হাদীস– হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মহিলারা নামাযে কোন পর্যন্ত হাত উঠাবে? তিনি বললেন বুক বরাবর।[53] হাদীসটি হাসান ।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ. (المصنف عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

---

[৫১]. আল মু'জামুল কাবীর হা.২৮, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৪২১ হা.২৪৮৮।
[৫২]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৪২১ হা.২৪৮৮, আল মু'জামুল কাবীর হা.২৮।
[৫৩]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৪২১ হা.২৪৮৬, আল মু'জামুল কাবীর হা.২৮।

১৮নং হাদীস– হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. বলেন, মহিলারা যথাসম্ভব দাড়ানো অবস্থায় হাত জড়সড় রাখবে।[54]

উক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, মহিলারা নামায তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়। সে যথা সম্ভব জড়সড় হয়ে দাঁড়াবে এবং বুক বরাবর হাত উঠাবে।

أما فى النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر لأنها استر (السعاية (مكتبة شيخ الهند ديوبند) كتاب الصلوة باب صفة الصلوة)

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত যে, তাদের জন্যে বুকের ওপর হাত বাঁধা সুন্নত কারণ, তাদের এটা অধিক পর্দা ও যথোপযুক্ত সতর।

দাড়ানোর সময় সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

(صحيح البخارى، كتاب الاذن / بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

১৯নং হাদীস: হযরত আনাস রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেন, লোকেদের কি হল? নামাযে তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে? এরপর কঠোর ভাষায় তিনি বলেন তারা যেন এ-কাজ থেকে বিরত থাকে, নতুবা তাদের চোখ উপড়িয়ে নেয়া হবে।[55]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ (صحيخ البخارى، بَاب الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ)

২০নং হাদীস– হযরত আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন এটা শয়তান কর্তৃক নামায থেকে বান্দার মনযোগ ছিনিয়ে নেয়া।[56]

---

৫৪. আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা.৫০৬৬।

৫৫. বুখারী শরীফ ১/১০৩-৪ হা.৭৫০, নাসাঈ শরীফ ১/১৪২ হা.১১৯৩, ইবনে খুযাইমা ১/২১৫ হা.৪৭৫, মুসনাদে আহমাদ ১৯/১২০৬৫, ইবনে হিব্বান ৬/৬১ হা.২২৮৪।

৫৬. বুখারী শরীফ ১/১০৪ হা.৭৫১, নাসাঈ শরীফ ১/১৩৪ হা.১১৯৬, ইবনে খুযাইমা ১/২১৮ হা.৪৮৪, মুসনাদে আহমাদ ৪১/২৬৬ হা.২৪৭৪৬, ইবনে হিব্বান ৬/৬৪ হা.২২৮৭।

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ . [المؤمنون: 2] فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. (نَيْلُ الْأَوْطَارِ (دار الحديث القاهره) كِتَابُ اللِّبَاسِ, أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ, بَابُ نَظَرِ الْمُصَلِّي إلَى سُجُودِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ)

২১নং হাদীস– ইবনে সীরিন রহ. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. আসমানের দিকে (এক সময়) তাকিয়ে থাকতেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়- ‘ঐ সকল লোক যারা নামাযে খুশ-খুজুর সাথে মগ্ন থাকে’ অতঃপর রাসূল সা. মাথা ঝুকিয়ে নত করলেন।

সাইদ ইবনে মানসুর তার সূনানে এ ধরনের হাদীস উল্লেখ করে এ অংশটি বৃদ্ধি করেছেন- ‘তারা পছন্দ করতেন নামাযে সিজদার স্থান থেকে দৃষ্টি অতিক্রম না করা।’

আল্লামা শওকানী রাহ. বলেন, ইবনে সিরীনের হাদীস টি মুরসাল, কারন তিনি একজন তাবেয়ী রাসূল সা. এর সাথে তার সাক্ষাত হয়নি। তিনি রেজালে সেকাহ এর অর্ন্তভুক্ত। তিনি বলেন সিজদার দিকে নিবদ্ধ রাখার প্রমাণ উল্লিখিত আরবী বাক্য বহন করে।[57]

প্রথমে সানা, তারপর তাআউয ও তাসমীয়া অনুচ্চস্বরে পড়বে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . (سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا \بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) قال المحقق فى هامشه: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن انشاء الله

আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন রাসূল সা. যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।’ হাদীসটি সহীহ।[58]

---

৫৭. নায়লুল আওতার ২/৫৪৬-৪৭ হা.৬৭৭

৫৮. ইবনে মাযা পৃ.৫৮ হা.৮০৪, ৮০৬, নাসাঈ শরীফ ১/১০৪ হা.৮৯৯, ৯০০, তিরমিযি শরীফ ১/৫৭ হা.২৪২, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৪৫ হা.১১৭৩, ইবনে খুযাইমা ১/২১২-২১৩ হা.৪৭০

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ...وَزَادَ: ثُمَّ يَتَعَوَّذُ . رجاله ثقات(سنن دارقطنى (مؤسسه الرسالة) بَابُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ)

২২নং হাদীস– হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রহ. বলেন, আমি হযরত ওমর রা. কে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে দেখেছি। অতঃপর সানা 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা... বলেছেন। অতঃপর তা'আউয তথা আউযুবিল্লাহ পড়েছেন।[59] সনদসূত্রে উক্ত হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . رجاله كلهم ثقات . (سنن النسائى، بَابُ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

২৩নং হাদীস– হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূর সা. আবু বকর, ওমর ও উসমান রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তাদের একজন কেও স-রবে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে শ্রবণ করিনি।[60] হাদীসটি সহীহ।

সূরা ফাতেহা পাঠ করবে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (صحيح مسلم، (دار الحديث القاهرة) كتاب الصلوة، باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ)

২৪নং হাদীস– হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সা. নামায তাকবীর এবং কেরাত সূরা ফাতেহা দিয়ে শুরু করতেন।[61]

সালাতে জাহরী তথা ফজর, মাগরিব, ও এশাতে কেরাত উচ্চস্বরে পড়বে। সালাতে সিররি তথা যোহর, আছরে কেরাত আস্তে পড়বে।

[৫৯]. সুনানে দারেকুতনী হা.১১৪৬-১১৪৭, সুনান বায়হাকি কুবরা হা.২৩৫৮

[৬০]. নাসায়ী শরীফ ১/১০৫ হা.৯০৭, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৪৮ হা.১১৯৮, ইবনে হিব্বান ৫/১০৩ হা.১৭৯৯

[৬১]. মুসলীম শরীফ ১/১৯৪ হা.৪৯৮, সুনান কুবরা বায়হাকি হা.২৭০১, মুসনাদে আবি দাঊদ তয়ালুসি হা.১৬৫১

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ . (صحيح البخارى ، كتاب الآذان/ بَاب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

২৫নং হাদীস– আবু মামার থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, খাব্বাব রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল সা. কি যোহর ও আছর নামাযে কেরাত পড়তেন? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমরা বললাম কিভাবে জানেন? তিনি বলেন রাসূল সা. এর দাঁড়ি মুবারক কম্পন দ্বারা।[62]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، (صحيح البخاري\بَابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ)

২৬নং হাদীস– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রত্যেক সালাতেই কেরাআত পাঠ করা হয়। তবে যেসব সালাতে রাসূল সা. আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যেসব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, সেসব সালাতে আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব।[63]

ইমাম সাহেব যখন সূরা ফাতেহা_ও অন্য সূরা পাঠ করবেন মুক্তাদিগণ চুপ করে মনযোগ সহকারে ইমামের কেরাত শ্রবণ করবেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা আরাফ ২০৪ নং আয়াতে বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা কান লাগিয়ে রাখবে এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়।[64]

عَن الامام أَحْمد قَالَ : اجْمَعْ النَّاس على ان هَذِه الْآيَة فِي الصَّلَاة . (شرح سنن ابن ماجه للسيوطي)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, এ আয়াতে কারীমা নামাযের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এর ওপর উম্মতের ঐক্যমত হয়েছে।[65]

---

[৬২]. বুখারী শরীফ ১/১০৭ হা.৭৭৭, ইবনে খুযাইমা ১/২২৭ হা.৫০৫-৫০৬, মুসনাদে আহমাদ ৩৪/৫৪১ হা.২১০৬১, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৫৩ হা.১২৪১, আবু দাউদ ১/১১৬ হা.৮০১

[৬৩]. বুখারি শরীফ ১/১০৬ হা.৭৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৫/২২৮ হা.৯৩৮৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১২০ হা.২৭৪৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৪৬ হা.৫৪৭।

[৬৪]. সূরা আরাফ ২০৪

ইবনে তাইমিয়া রহ. ও এমনই বলেছেন।[66]

সহীহ হাদীসের আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . رجاله ثقات (نسائ شريف، بَاب: تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

২৭নং হাদীস– আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেন, নিশ্চই ইমাম কেবল অনুসরনের জন্যে নির্ধারন করা হয়েছে। অতএব ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরা ও তাকবীর বলবে। যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।[67]

উপর্যক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, ইমামর কাজ কেরাত পড়া মুক্তাদির দায়িত্ব চুপ করে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. فَقَالَ: مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ.... (صحيح مسلم، بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ)

২৮নং হাদীস– আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেন, ইমাম সাহেব যখন বলবে 'গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম' তখন মুক্তাদি বলবে 'আমীন'।[68]

লক্ষনীয় বিষয়-

উক্ত হাদীসে রাসূল সা. এক বচনে إذا قال القارى (যখন পাঠকারী অর্থাৎ ইমাম বলবে) বলেছেন। বহু-বচনে إذا قلتم (যখন তোমরা অর্থাৎ মুক্তাদীরা বলবে) বলেন নি। অতএব উক্ত হাদীসটি একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, কেরাত পড়া ইমামের

---

৬৫. শরহে সুনান ইবনে মাযা সুয়ুতি হা.৮৪০ এর ব্যখ্যা দ্রষ্টব্য, ফাতহুল মুলহিম ৩/১৭৩ হা.৮৭১ এর ব্যখ্যা দ্রষ্টব্য, শরহে আবু দাঊদ আইনি ৩/৫০৪।

৬৬. শরহে সুনান ইবনে মাযা সুয়ুতি হা.৮৪০ এর ব্যখ্যা দ্রষ্টব্য, ফাতহুল মুলহিম ৩/১৭৩ হা.৮৭১ এর ব্যখ্যা দ্রষ্টব্য, শরহে আবু দাঊদ আইনি ৩/৫০৪।

৬৭. নাসাই শরীফ ১/১০৬-৭ হা.৯২১, মুসলিম শরীফ ১/১৭৪ হা.৪০৪, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৫ হা.৮৫৯, ১২৯২, আবু দাউদ ১/৮৯ হা.৬০৪, মুখতাসারু সুনান আবু দাউদ মুনযিরী ১/১৭৪-৭৫ হা.৫৭৫, ইবনে মাযা ৬১ হা.৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫/২৫৮ হা.৯৪৩৮।

৬৮. মুসলিম শরীফ ১/১৭৬ হা.৪১০, সুনান দারেমী হা.১২৮১, মুসনাদে আহমাদ ১৫/৪৯৯-৫০০ হা.৯৮০৪, সুনাননুল কুবরা লি বাইহাকি হা.২৪৩৬।

দায়িত্ব, মুক্তাদীর কাজ হলো চুপ করে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা। যদি তাই না হবে তাহলে রাসূল কারীম সা. এখানেও অন্যান্য জায়গার ন্যায় বহু বচন ব্যবহার করতেন অর্থাৎ যেমন বলেছেন যখন ইমাম তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ইমাম রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে, যখন ইমাম সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করবে ইত্যাদি জায়গায় যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও বলতেন যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবে তোমরাও কেরাত পাঠ করবে। যেহেতু রাসূল সা. কেরাতের ক্ষেত্রে বলেছেন যখন ইমাম বলবে: غير المغضوب الاخر... তখন তোমরা বলবে 'আমীন'। সুতরাং এই হাদীস এ-ব্যাপারে স্পষ্ট যে-মুক্তাদি ইমামের কেরাত চুপ করে, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ... رجاله ثقات (موطأ الإمام مالك، بَابُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ)

২৯নং হাদীস– আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. জাহরী নামায শেষে জিজ্ঞাসা করলেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি? যে আমার সাথে কেরাত পাঠ করেছ। এক ব্যক্তি বলল হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাঠ করেছি। রাসূল সা. বললেন তাই বলি কেন আমার কেরাতে বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে? এরপর থেকে লোকেরা (সাহাবায় কেরাম) রাসূল সা. এর সাথে কেরাত পড়া থেকে বিরত থাকল।[69] এই হাদীসটির সমস্ত রাবী ছেকাহ সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো- রাসূল সা. এর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে মাসজিদে উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে মাত্র একজন সাহাবী বললেন 'হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি পাঁঠ করেছি'। দেখুন যদি ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করার নির্দেশ রাসূলের সা. পক্ষ থেকে থাকত তাহলে পুরা জামাতের মধ্যে মাত্র একজন পাঠ করতেন না। বরং সবাই পাঁঠ করতেন।

[৬৯]. মুআত্তায়ে মালেক ২৯ হা.২৮৬, নাসাঈ শরীফ ১/১০৬ হা.৯১৯, তিরমিযী শরীফ ১/৭১ হা.৩১২, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৫৮ হা.১২৯০, ইবনে মাযা পৃ.৬১ হা.৮৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৩/২২২-২৩ হা.৭৮১৯, সুনাননুল কুবরা লি বাইহাকি হা.২৮৯২, ইবনে হিব্বান ৫/১৫৭-৫৮ হা.১৮৪৯।

ওপরের আলোচনা দ্বারা পরিস্কার হলো কেরাত পাঁঠ ইমামের কাজ, চুপ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা মুক্তাদির কাজ।

সূরা ফাতেহা শেষ হলে ইমাম ও মুক্তাদি অনুচ্চস্বরে "আমীন" বলবে

قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ.

رجاله ثقات. (مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة)

৩০নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রাসূল সা. আমাদের নামাযের ইমামতি করলেন যখন {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (গাইরিল মাগদুবী...) পড়লেন নিম্নস্বরে 'আমীন' বললেন।[70] উক্ত হাদীসের সকল রাবী ছেকাহ অতএব সনদ সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

সুরা ফাতিহার পর অন্য সরা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (المصنف لابن ابی شیبة، کتاب الصلاة، من کان يجهر بها)

اسناده صحيح

৩১নং হাদীস– নাফে রাহ. থেকে বর্ণিত, ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করতেন তখন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করতেন, অতঃপর যখন সূরা ফাতিহা শেষ করতেন তখন পূনরায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করতেন।[71]

ফরজ নামাযে প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়বে। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ.... (صحيح البخارى، كتاب الاذان/ بَاب يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

---

[৭০]. মুসনাদে আহমদ ৩১/১৪৬ হা.১৮৮৫৪, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালুসি হা.১১১৭, মু'জামে কাবির লি তাবরানি হা.০৩, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি হা.২৪৪৭।

[৭১]. আল-মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩/৩৭৭ হা.৪১৭৭-৭৮।

৩২নং হাদীস– আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যোহরের নামাযে প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পাঠ করেছেন এবং দ্বিতীয় দু'রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।[72]

রুকুর সময় হাত না উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করবে এবং রুকু থেকে উঠার সময়ও হাত উঠাবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة الحج)

হে মুমিনগন! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[73]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(سنن النسائى، كتاب الصلوة/باب الرخصة في ترك ذلك)

৩৩নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাসূল সা. এর নামায আদায় করব না? এই বলে তিনি নামায আদায় করলেন, উভয় হাত উত্তোলন করেননি কিন্তু একবার (তাকবীরে তাহরীমায়) ব্যতীত হাত উঠালেন না।[74] উক্ত হাদীসটি সনদ সূত্রে সহীহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেনঃ হাদীসটি হাসান।[75]

মুহাদ্দিস নিমাভি রহ. বলেনঃ হাদীসটি সহীহ।[76]

শাইখ নাসির উদ্দীন আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।[77]

---

৭২. বুখারী শরীফ ১/১০৭ হা.৭৭৬, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি ২/৯১ হা.২৪৭৫।

৭৩. সূরা হজ্জ ৭৭

৭৪. নাসায়ী ১/১২০ হা. ১০৫৮, সুনানুল কুবরা লি নাসাঈ হা.৬৪৯, তিরমিযী শরীফ ১/৫৯ হা.২৫৭, মুসনাদে আবু ইয়ালা আল মুসেলী হা.৫০৪০, ৫৩০২, মুসনাদে আহমাদ ৬/২০৩ হা.৩৬৮১, ফাতহুল কাদির ২/৯৮ দেখার বিশেষ অনুরোধ রইল।

৭৫. তিরমিযী শরীফ ১/৫৯ হা.২৫৭।

৭৬. আসারুস সুনান হা.৪০২।

৭৭. সুনান-আবি দাউদ ১/১০৯ হা.৭৪৮, মুখতাসারু সুনান আবু দাঊদ ১/২২২ হা.৭৪৮।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ . (مسند الحميدي (المتوفى: 219هـ) احاديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه)

৩৪নং হাদীস– হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি দেখেছি রাসূল সা. যখন নামায শুরু করতেন তখন দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দু'হাত উঠাতেন না।[78] **হাদীসটি সহীহ ।**

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا،

৩৫নং হাদীস– মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা, এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন আমরা রাসূল সা. এর সালাত সর্ম্পকে আলোচনা করছিলাম। তখন আবু হুমাইদ সায়েদী রা. বলেন আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূল সা. এর সালাত সর্ম্পকে বেশি স্মরণ রেখেছি। আমি তাকে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তাকবির বলে দু'-হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। **'আর যখন রুকু করতেন তখন দু'-হাত দিয়ে হাটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসত।'** এরপর যখন

[৭৮]. মুসনাদুল হুমায়দী তাহকীক-শাইখ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী হা. ৬২৬, মুসনাদে হুমায়দী তাহকীক- প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমী রহ. ১/২৭৭ হা. ৬১৪, নুরুস সাবাহ পৃ. ৫৩-৬০, মুহাদ্দিস আবু 'আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক আন-নিসাপুরী মৃত. ৩১৬হি. তার গ্রন্থ "মুস্তাখরাজ সহীহ আবি 'আওয়ানাতেও" হুমায়দীর রহ. উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন দেখুন: ১/৪২৩ হা. ১৫৭৫।

সিজদা করতেন তখন দু'হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির ওপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না।[79]

লক্ষণীয় বিষয়: উক্ত হাদীসে রাসূল সা. এর মাশহুর সাহাবী আবু হুমাইদ সায়েদী রা. একদল সাহাবীয়ে রাসূলের সা. সামনে বললেন "আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূল সা. এর সালাত সম্পর্কে বেশি স্মরণ রেখেছি" অতঃপর নামায আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাকবীরে তাহরিমা কী বলে শুরু করবে, রুকু করার পদ্ধতিসহ নামাযের শেষ পর্যন্ত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় রাফয়ে' ইয়াদাইন তথা হাত উচু করার কথা বর্ণনা করেননি।

রুকুতে দু'হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দু'হাটুতে ভর দিয়ে রুকু করবে

عَنْ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ . (صحيح البخارى، كتاب الآذان/بَاب وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ)

৩৬নং হাদীস– হযরত মুসআব বিন সাআদ বলেন, আমার পিতার পাশে আমি নামায আদায় করছিলাম। হাতের তালু দু'রানের ওপর রেখেছিলাম। আমার পিতা এভাবে রাখতে নিষেধ করলেন, এবং বললেন আমরাও এ-রকম করতাম, আমাদের তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে হাটুর ওপর হাত রাখতে।[80]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ \وافقه الذهبى (المستدرك للحاكم، كتاب الصلوة\ باب التامين)

৩৭নং হাদীস– ওয়ায়েল বিন হুজর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন রুকু করতেন আঙ্গুল খোলা রাখতেন। হাকেম রহ. বলেন উক্ত হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফেজ যাহবী রহ. ও বলেছেন মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।[81]

---

[৭৯]. বুখারী শরীফ ১/১১৪ হা. ৮২৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৮৮ হা. ৬৪৩।

[৮০]. বুখারী শরীফ ১/১০৯ হা.৭৯০, আবু দাউদ ১/১২৬ হা.৮৬৭, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৬৫ হা.১৩৭৩, ইবনে হিব্বান ৫/২০০-২০১ হা.১৮৮২, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি হা.২৫৪৩,

[৮১]. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৪৬ হা.৮১৪, ইবনে খুযাইমা ১/২৬৮ হা.৫৯৪, ইবনে হিব্বান ৫/২৪৮ হা.১৯২০

রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা সমন্তরাল রাখবে, কনুই ও সোজা রাখবে এবং দু'হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(سنن النسائي، كتاب الافتتاح/باب إقامة الصلب في الرُّكُوعِ) رجاله ثقات

৩৮নং হাদীস– হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন যে ব্যক্তি রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা করেনা তার নামায পূর্ণ হয়না।[82] সনদসূত্রে হাদীস সহীহ।

قَالَ: أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ جَافَى مِرْفَقَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، قال الذهبي: صحيح (المستدرك للحاكم، كتاب الصلوة\باب التامين)

৩৯নং হাদীস– হযরত সালেম আল বার্‌রাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উক্‌বা বিন আমর ও আবু মাসউদ রা. এর নিকট এসে রাসূল সা. এর নামায সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে বললে তিনি মসজিদে আমাদের সামনে দাড়ালেন তাপর তাকবীর দিলেন। যখন রুকু করলেন তাকবীর দিয়ে দু'হাতের তালু হাটুর ওপর রাখলেন এবং কনুই সোজা ও (পাজর থেকে) দূরে রেখে বললেন এভাবে আমরা রাসূল সা. কে নামায আদায় করতে দেখেছি। হাকেম রহ. বলেন সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ এবং হাফেজ যাহাবী রহ. ও উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[83]

মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাটুর ওপর হাত রাখবে। আঙ্গুল মিলিয়ে বাহু পাজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাকা থাকবে। পুরুষের মত পুরোপুরি পিঠ সোজা রাখবে না।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلوة/باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة وركوعها وسجودها) رجاله ثقات

---

৮২. নাসায়ী শরীফ ১/১১৭ হা.১০২৭, তিরমিযী শরীফ হা.২৬৫, ইবনে মাযা পৃ.৬২ হা.৮৭০, ইবনে খুযাইমা ১/২৯৫-৯৬ হা.৬৬৬, ইবনে হিব্বান ৫/২১৭-১৮ হা.১৮৯২

৮৩. আল মুসতাদরাক ১/৩৪৭ হা.৩৪৭, ইবনে খুযাইমা ১/২৬৯-৭০ হা.৫৯৮, সুনানুল কুবরা লী বায়হাকি হা.২৭৬৯,

২নং হাদীস– আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন মহিলা জড়সড় হয়ে রুকু করবে। হাত পেটের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ হাতের বাহু পাজরের সাথে ও আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে) যথা সম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।[84] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. رجاله ثقات (سنن النسائي، كتاب الافتتاح/باب إقامة الصلب في السجود)

৪০নং হাদীস– হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় পিঠ সোজা করে না তার নামায যথেষ্ঠ হয় না।[85] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

উক্ত হদীসটিতে বলা হয়েছে যে পুরুষ রুকু এবং সিজদায় পিঠ সোজা রাখেনা তার নামায যথেষ্ঠ হয় না। হাদীসটিতে "পুরুষ" শব্দটি উল্লেখ করে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহিলাদের রুকু সিজদায় পুরুষের মত পিঠ সোজা রাখতে হবে না।

وزيادة الستر مطلوبة لها فى الشريعة المقدسة. (اعلاء السنن، ابواب صفة الصلاة/باب افتراض التحريمة وسننها)

শরীয়তে মহিলাদের ক্ষেত্রে যেহেতু পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম তাই যথা সম্ভব রুকু জড়-সড় হয়ে আদায় করবে।[86]

রুকুর দোআ 'সুবহানা রাব্বিআল আজীম' তিনবার পাঠ করবে এবং ধীরস্থীরভাবে রুকু করবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (جامع الترمذى، كتاب الصلوة/بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

---

[৮৪]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা.৫০৬৯,

[৮৫]. নাসায়ী শরীফ ১/১১৭ হা. ১০২৭, তিরমিযী শরীফ হা. ২৬৫, ইবনে মাযা পৃ. ৬২ হা. ৮৭০, ইবনে খুযাইমা ১/২৯৫-৯৬ হা. ৬৬৬, ইবনে হিব্বান ৫/২১৭-১৮ হা. ১৮৯২

[৮৬]. এলাউস সুনান: ২/১৮১ হা. ৬৫৬ এর টিকা দ্রষ্টব্য, এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দেখুন 'শরয়ী আদালতে নামাযে নারী পুরুষে পার্থক্য: সংশয় সমাধান' ও 'সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযে নারী পুরুষে পার্থক্য'।

৪১নং হাদীস– হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. এর সাথে নামায আদায় করেছেন। রাসূল সা. রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিআল আজীম' বলতেন।[87] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا...، (صحيح البخارى، كتاب الآذان/باب أمرا النبى صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعه بالاعادة)

৪২নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন ধীরস্থির ভাবে রুকু কর।[88]

রুকু থেকে উঠে সোজা ও স্থির হয়ে দাঁড়াবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ...ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (صحيح البخارى، كتاب الآذان/باب أمر النبى صلى الله عليه وسلم لايتم ركوعه بالإعادة)

৪৩নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যখন নামাযে দাড়াবে (ক্রমান্বয়ে একাজগুলি করবে) তাকবীর দিবে। কোরআনে যা সহজ মনে হয় তা পড়বে। অতঃপর ধীরস্থির ভাবে রুকু করবে। অতঃপর ধীরস্থির ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রত্যেক নামাযে এভাবে আদায় করবে।[89]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا. (صحيح مسلم، باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ...)

---

৮৭. তিরমিযি শরীফ ১/৬০ হা.২৬১, নাসাঈ শরীফ ১/১১৮-১৯ হা.১০৪৬, শরহু মাআনিল আসার ১/১৬৭ হা.১৩৯১, আবু দাউদ ১/১২৭ হা.৮৭১, মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৫৯-৬০ হা.৩৫১৪, ইবনে মাযা ৬৩ হা.৮৮৮,

৮৮. বুখারী শরীফ ১/১০৯ হা.৭৯৩, নাসাঈ শরীফ ১/১০২ হা.৮৮৪, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৬৭ হা.১৩৯৩, ইবনে মাযা ৭৪ হা.১০৬০

৮৯. বুখারী শরীফ ১/১০৯ হা.৭৯৩, নাসাঈ শরীফ ১/১০২ হা.৮৮৪, তিরমিযী শরীফ১/৬৬ হা.৩০৩, আবু দাউদ ১/১২৪ হা.৮৫৬, ইবনে খুযাইমা ১/২০৯ হা.৪৬১, মুসনাদে আহমাদ ১৫/৪০০ হা.৯৬৩৫

৪৪নং হাদীস– হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সা. যখন রুকু থেকে উঠতেন দাঁড়িয়ে সোজা হওয়া পর্যন্ত সিজদা করতেন না।[90]

রুকু থেকে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে এবং মুক্তাদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ اللَّهُ يَقُولُ سَمِعَ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ... (صحيح البخارى، كباب الاذان/بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ)

৪৫নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করতেন। রুকু করতে তাকবীর দিতেন। রুকু থেকে পিঠ/মেরুদণ্ড উঠাতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। দাঁড়িয়ে তারপর 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন।[91]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)

৪৬নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কারন ফেরেশতার কথার সাথে যার দুআ এ কথাটি মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[92]

এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা করবে

আল্লাহ তাআলা সূরা হজ্জ- ৭৭ নং আয়াতে বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

তোমরা সিজদা কর।

---

[৯০]. মুসলিম শরীফ ১/১৯৪ হা.৪৯৮, আবু দাউদ ১/১২৪ হা.৭৮৩, ইবনে মাজাহ ৬৩ হা.৮৯৩, মুসনাদে আহমাদ ৪০/৩২ হা.২৪০৩০, ইবনে হিব্বান ৫/৬৪ হা.১৭৬৮,

[৯১]. বুখারী শরীফ ১/১০৮-১০৯ হা.৭৮৯, মুয়াত্তা মালেক ২৫ হা.২৪৫, নাসাঈ শরীফ ১/৯১ হা.৭৯৪, তিরমিযী শরীফ ১/৬১ হা.২৬৬, ইবনে মাযা ৬১ হা.৮৪৬, মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩৩৫ হা.৭৭৯,

[৯২]. বুখারী শরীফ ১/১০৯ হা.৭৯৬, মুয়াত্তা মালেক ৩০ হা.২৯২, মুসনাদে আহমাদ ১৬/১৮ হা.৯৯২৩, আবু দাউদ ১/১২৩ হা.৮৪৮, শরহু মাআনিল আসার ১/১৭১ হা.১৪২৬,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ .... يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ... ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا(صحيح البخارى كتاب الاذان/بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ)

৪৭নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় গেলেন। (বড় একটি হাদীসের সংক্ষেপ। নামাযের অবস্থা বর্ণানার পর বলেন) অতঃপর নামায শেষে বললেন আমি রাসূল সা. এর সামানজস্য পূর্ণ নামায আদায় করলাম।[93]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ...، (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ)

৪৮নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তাকবীর দিয়ে সিজদা করতেন।[94]

সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করবে। প্রথমে দু'হাটু পরে যথাক্রমে দু'হাত, নাক, কপাল, ও হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে। চেহারা উভয় হাতের মাঝখানে রাখবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ. (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ)

৪৯নং হাদীস– হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন সাতটি হাড় (অঙ্গ) দ্বারা সিজদা করি। কপাল, তারপর তিনি হাত দিয়ে নাক, দু'হাত, দু'হাটু, এবং দু'পায়ের (আঙ্গুলে) এর দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং কাপড় ও চুল যেন গুটিয়ে না রাখে।[95]

---

[৯৩]. বুখারী শরীফ ১/১১০ হা.৮০৩, মুসলিম শরীফ ১/১৬৯ হা.৩৯২, আবু দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৬, নাসাঈ শরীফ ১/১২৯ হা.১১৫০, ইবনে খুযায়মা ১/২৫৯ হা.৫৭৮, সুনান কুবরা লী বায়হাকি হা.২৪৯৪।

[৯৪]. বুখারী শরীফ ১/১০৮ হা.৭৮৯, নাসাঈ শরীফ ১/১২৯ হা.১১৫০, আবু দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৬, মুসলিম শরীফ ১/১৬৯ হা.৩৯২, ইবনে খুযায়মা ১/২৫৯ হা.৫৭৮, সুনান কুবরা লী বায়হাকি হা.২৪৯৪,

[৯৫]. বুখারী শরীফঃ ১/১১২ হা. ৮১২, মুসলিম শরীফ ১/১৯৩ হা. ১১২৬, নাসায়ী শরীফ ১/১২৩-২৪ হা. ১০৯৭, ইবনে মাজাহ ৬৩ হা. ৮৮৪

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رجاله ثقات «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ. (جامع الترمذی، کتاب الصلاة/بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ)

৫০নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে দেখেছি তিনি এভাবে সিজদা করতেন। হাতের পূর্বে হাটু জমিনে রাখতেন। অধিকাংশ আহলে ইলমগণ এর ওপরই আমল করেছেন।[96]
উক্ত হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য অতএব হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ووافقه الذهبی (المستدرك مع التلخيص كتاب الصلوة/باب التامين)

৫১নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন সিজদা করতেন আঙ্গুল মিলিয়ে রাখতেন।
হাকেম রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফেজ যাহবী রহ. এর মতও এটি। অতএব হাদীসটি সহীহ।[97]

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ. حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(جامع الترمذی، کتاب الصلاة/بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ)

৫২নং হাদীস– হযরত আবু ইসহাক বলেন, বারা ইবনে আযিব রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল সা. সিজদা করলে চেহারা কোথায় রাখতেন। তিনি বলে, দু'হাতের তালুর মাঝখানে। তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[98]

---

[৯৬]. তিরমিযি শরীফঃ ১/৬১ হা. ২৬৮, আবু দাউদ শরীফ ১/১২২ হা. ৮৩৮, নাসায়ী শরীফ ১/১২৩ হা. ১০৮৯, ইবনে মাজাহ ৬৩ হা. ৮৮২

[৯৭]. আল মুসতাদরাক ১/৩৫০, হা.৮২৬, সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা. ২৫২৬, সুনানে দারাকুতনী হা.১২৯৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২৪৭-৪৮ হা. ১৯২০, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৮৮ হা.৬৪২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৩৮ হা.২৮০৭

[৯৮]. তিরমিযি শরীফ ১/৬২ হা.২৭১, আল মুসন্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৪৭৮ হা.২৬৮০, মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা.১৬৬৯, কানযুল উম্মাল হা.২২২৩০

সিজদায় পিঠ সোজা, বাহু পাজর থেকে দূরে থাকবে।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. رجاله ثقات (سنن النسائي كتاب الافتتاح/باب إقامة الصلب في السجود)

৫৩নং হাদীস– হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন যে, ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় পিঠ সোজা করে না তার নামায পূর্ণ হয় না।[99] উক্ত হাদীস সনদসূত্রে সহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.(صحيح مسلم، كتاب الصلوة/باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ...)

৫৪নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন নামায পড়তেন দু'হাতের মাঝে এ পরিমান ফাঁক রাখতেন বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যেত।[100]

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ...قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ ... يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَهْوِى إِلَى الأَرْضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ... رجاله ثقات (سنن ابى داؤد، كتاب الصلوة/باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.)

৫৫নং হাদীস– রাসূল সা. 'আল্লাহু আকবার' বলে যমিনের দিকে ঝুকে যেতেন (অর্থাৎ সিজদা করতেন) এবং হাত বাহু থেকে দূরে রাখতেন। তারপর মাথা উঠাতেন ও বাম পা ভাজ করে তার ওপর বসতেন। যখন সিজদা করতেন পায়ের আঙ্গুল খোলা রাখতেন।[101] হাদীসটি মর্তবার ক্ষেত্রে সহীহ।

---

[৯৯]. সুনানে নাসায়ী ১/১১৭ হা.১০২৬, তিরমিযি ২/৬১ হা.২৬৫, ইবনে মাজাহ ৬২ হা.৮৭০, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২১৭-১৮ হা.১৮৯২, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৯৫-৯৬ হা.৬৬৬, মুসনাদে হুমায়দী হা.৪৫৪, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৫৫০ হা.২৯৭৩, আল মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২/৩৬৯ হা. ৩৭৩৬।

[১০০] . সহীহ মুসলিম ১/১৯৪ হা.১১৩৩, বুখারী শরীফ ১/১১২ হা.৩৮৩, নাসায়ী শরীফ ১/১২৪ হা. ১১০৬, সুনানে বায়হাকী হা.২৮১০, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৮৯-৯০ হা.৬৪৮, মুসনাদে আহমাদ ৩৮/১২ হা.২২৯২৫।

[১০১] . আবু দাউদ শরীফ ১/১০৬ হা.৭৩০, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/১৯৫-৯৬ হা.১৮৭৬, সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৬১৮, সুনানে দারেমী হা.১৩৫৬, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার হা. ৯১৪।

ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে এবং সিজদায় কনুই যমিন থেকে উঁচু রাখবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)

৫৬নং হাদীস– হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, তোমরা ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর এবং তোমাদের কেউ কুকুরের ন্যায় হাত বিছাবে না।[102]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ...، (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ)

৫৭নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর।[103]

عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ. (صحيح مسلم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود)

৫৮নং হাদীস– হযরত মাইমূনা রা. বলেন রাসূল সা. যখন সিজদা করতেন। যে কোন ছাগলছানা অনায়েসে তার দু'হাতের মাঝখান থেকে যাতায়াত করতে পারত।[104]

মহিলাগণ সিজদার সময় উভয় পা ডান দিকে দিবে। দুই রানের সঙ্গে পেট এবং পাজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত জমিনের সাথে লাগিয়ে যথাসম্ভব চেপে সিজদা করবে।

---

১০২. বুখারী শরীফঃ ১/১১৩ হা.৮২২, সহীহ মুসলিম ১/১৯৩ হা.১১৩০, সুনানে নাসায়ী ১/১২৪ হা. ১১১০, সুনানে আবী দাউদ ১/১৩০ হা.৮৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩ হা. ৮৯২, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২৫৩-২৫৪ হা.১৯২৬-১৯২৭, সুনানে বায়হাকী হা.২৮০৭, মিশকাত ১/৮৩ হা. ৮৮৮।

১০৩. বুখারী শরীফঃ ১/১০৯ হা.৭৯৩, সহীহ মুসলিম ১/১৭০ হা.৯১১, সুনানে নাসায়ী ১/১৪৭ হা. ১৩১৩-১৩১৪, সুনানে আবী দাউদ ১/১২৪ হা.৮৫৬, সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৪ হা. ১০৬০।

১০৪. মুসলিম শরীফ ১/১৯৪ হা.৪৯৬, সুনানে নাসায়ী ১/১২৪ হা.১১০৯, সুনানে আবী দাউদ ১/১৩০ হা.৮৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩ হা.৮৮০, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৯২-৯৩ হা.৬৫৭, আল মুসতাদরাক ১/৩৫২ হা.৮৩১ আল মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/১৭০ হা.২৯২৫, মিশকাত ১/৮৩ হা.৮৯০।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

(قال البيهقى فى السنن الكبرى (دار الفكر) كتاب الصلاة/جماع ابواب صفة الصلاة/باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْمَوْصُولِينَ.)

قال الشيخ الامام محمد بن اسماعيل الامير اليمينى الصنعانى المتوفى سنة 1182 ھ فى (سبل السلام شرح بلوغ المرام (دار الحديث القاهرة) كتاب الصلاة/باب المساجد)

৫৯নং হাদীস– হযরত ইবনে আবি হাবিব রহ. বলেন, একবার রাসূল সা. নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন সিজদা করবে শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়।[105]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন উক্ত হাদীসটি উৎকৃষ্ট মুরসাল।[106]

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী উক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।[107]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا . (مصنف عبد الرزاق، بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا) اسناده حسن

৬০নং হাদীস– হযরত আলি রা. বলেন মহিলা যখন সিজদা করবে খুব জড়সড় হয়ে করবে এবং উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে।[108] হাদীসটি হাসান।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ. (مصنف عبدالرزاق كتاب الصلوة/بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا) اسناده صحيح

১০৫. মারাসীলে আবী দাউদ ৮ হা.৮৪, সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৩৩২৫, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ৩/২৩৬ হা.৪০৫৪, সুবুলুস সালাম হা.২৮২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

১০৬. সূনানে কুবরা-বায়হাকী হা.৩৩২৫

১০৭. সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম হা.২৮২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

১০৮. মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৮ হা.৫০৭২, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৪ হা.২৭৯৩, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৩৩২২,

৬১নং হাদীস– হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন মহিলা সিজদা করলে হাত মিলিয়ে রাখবে, পেট ও সিনা উরুর সাথে মিলিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় করে রাখবে।[109] হাদীসটি সহীহ।

উল্লেখিত হাদীস, আছার, ও তাবেয়ীগণের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল মহিলা পুরুষের সিজদা এক নয়। হাদীসগুলি মর্তবায় শক্তিশালী হওয়ায় তা গ্রহণীয় ও আমলযোগ্য।

সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিআল আলা' পাঠ করবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رجاله ثقات (جامع الترمذى، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

৬২নং হাদীস– হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. এর সাথে নামায আদায় করেছেন, রাসূল সা. সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিল আলা' বলতেন।[110] হাদীসটি সহীহ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. (جامع الترمذى، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود)

২য় নং হাদীস. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, তোমাদের কেউ সিজদা করলে সর্বনিম্ন তিনবার 'সুবহানা রাব্বিআল আলা' বলবে। তাহলে সিজদা পূর্ণ হয়ে যাবে।[111]

'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে। ডান পা খাঁড়া রাখবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখি অবস্থায় থাকবে।

---

১০৯. আল মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা.৫০৬৯

১১০. তিরমিযি শরীফ ১/৬০-৬১ হা.২৬২, সহীহ মুসলিম ১/২৬৪ হা.৭৭২, আবু দাউদ ১/১২৭ হা. ৮৭১, সুনানে নাসায়ী ২/১১৮-১৯ হা.১০৪৬, সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩ হা.৮৮৮, আল মুসতাদরাক ১/৪৬৬-৬৭ হা.১২০১, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২২৩ হা.১৮৯৭, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৪৩ হা. ৫৪২

১১১. তিরমিযি শরীফ ১/৬০ হা.২৬১, ইবনে মাজাহ ৬৩ হা. ৮৮৮, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৭৯৬, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার বায়হাকী হা. ৮৪৯, ৮৫১, মিশকাত ১/৮৩ হা.৮৮০।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ... (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ)

৬৩নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তাকবীর দিয়ে সিজদা অদায় করতেন এবং তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে উঠতেন।[112]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ... إِذَا سَجَدَ... وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى... (صحيح البخارى، كتاب الآذان/بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

৬৪নং হাদীস– আবু হুমাইদ রা. বলেন, আমি রাসূল সা. এর নামায সংরক্ষণ করেছি, রাসূল সা. কে দেখেছি, যখন সিজদা করতেন তখন পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে রাখতেন। যখন দু'রাকাতের মাঝখানে বসতেন বাম পায়ের ওপর বসে ডান পা খাঁড়া রাখতেন।[113]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي. (صحيح البخارى، بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

৬৫নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রাহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে দেখেছি, তিনি নামাযে এক পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে বসতেন। আমি ছোট থাকতে ঐ-রকম করতাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. অমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন নামাযের সুন্নাত হল ডান পা খাঁড়া রাখা

[১১২]. বুখারী শরীফঃ ১/১০৮ হা.৭৮৯, সহীহ মুসলিম ১/১৬৯ হা.৮৯৪, সুনানে নাসায়ী ১/১২২ হা.১১৫০, আবু দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৬, সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৩২৪, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৫৯ হা.৫৭৮।

[১১৩]. বুখারী শরীফঃ ১/১১৪ হা.৮২৮, আবু দাউদ ১/১৩৮ হা.৯৬৫, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৮৮ হা.৬৪৩, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৮৮২, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা.৯১২, মিশকাত ১/৭৫ হা.৭৯২।

এবং বাম পায়ের ওপর বসা। আমি বললাম আপনি কি ঐ রকম করেন তিনি বললেন আমার পা বহন সহ্য করতে পারে না।[114]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ... (صحيح مسلم كتاب الصلاة/باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ)

৬৬নং হাদীস– হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সা. বাম পায়ের ওপর বসতেন। ডান পা খাঁড়া রাখতেন এবং শয়তানের মত নিতম্ব জমিনে মিলিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।[115]

মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসবে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كان النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ، ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِزْنَ. هذاحديث حسن بشواهده.

(جامع المسانيد للامام مُحَمَّد بن محمود الخرازمى الفصل الخامس فى هيئة الصلاة والشك فيها وشرائط وجوبها (مكتبة حنيفة)

قال الشيخ ابو الوفاء الافغانى: وهذا أقوى وأحسن ماروى فى هذا الباب ولذا احتج به إمامنا وجعله مذهبه وأخذ به. (كتاب الآثار لمحمد رحمه الله (دار الكتب العلمية) كتاب الصلاة/باب المرأة تؤم النساء و كيف تجلس فى الصلاة؟)

৬৭নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে জিজ্ঞাসা করা হল রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করত? তিনি বলেন আগে তারা চারজানু হয়ে বসত, পরে তাদের জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।[116] উক্ত হাদীসটি হাসান।

[১১৪]. বুখারী শরীফ ১/১১৪ হা.৮২৭, মুয়াত্তা মালেক ৩০ হা.২০১, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৮৩ হা.১৫৩৭ আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৮৮৭, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার হা.৯১৮।

[১১৫]. মুসলিম শরীফ ১/১৯৪-৯৫ হা.৪৯৮, মিশকাত ১/৭৫ হা.৭৯১, মুসনাদে আবী দাউদ তায়ালেসী ১/২১৭ হা.১৫৪৭, আল-জামউ বাইনাস সহীহায়নি আল বুখারী ও আল-মুসলিম হা.৩৪৩১, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার হা.৯১৬,।

[১১৬]. জামিউল মাসানীদ ১/৪৯৬ হা.৬৫১, শরহু মুসনাদে আবী হানীফা ১/২৬৩।

عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلاَةِ. إسناده حسن (المصنف لإبن أبي شيبة، كتاب الصلاة، فِي المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ)

৬৮নং হাদীস: হযরত নাফে রহ. বলেন হযরত ওমর রা. এর কন্যাগণ নামাযে তারাব্বু করতেন। অর্থাৎ দুই পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসতেন।[117] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. বলেন এ বিষয়ে উক্ত হাদীসটি সর্বাধিক শক্তিশালী।[118]

قال الباجى: التربع على ضربين أحدهما: أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى.

الثانى: أن يتربع ويثني رجليه من جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثنى رجله اليمنى فتكون عند اليته اليمنى...

(أوجز المسالك، كتاب الصلاة/باب العمل فى الجلوس فى الصلاة/المنتقى شرح المؤطا لباجى، كتاب الصلاة/باب العمل فى الجلوس فى الصلاة (دار الكتب العلمية)

শায়েখ জাকারিয়া কান্ধলবী রহ.'আওযাযুল মাসালিক' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৯৪ নং হাদীসের টিকায় লিখেছেন-

মুহাদ্দিস ইমাম আবুল ওয়ালিদ বাজি রহ. বলেন, 'তারাব্বু' শব্দটির দুটি অর্থ,

এক. ডান পা বাম হাটুর নিচে এবং বাম পা ডান হাটুর নিচে দিয়ে বসা অর্থাৎ চারজানু হয়ে বসা।

দুই. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসা। অর্থাৎ বাম পা ডান উরু গোছার নিচে রাখবে। আর ডান পায়ের পাতা বিছানো থাকবে। পায়ের পাতার পিঠ কিবলার দিকে।[119]

---

[১১৭]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৭ হা.২৮০৫, আল মুসন্নাফ আব্দুর রায্যাক ৩/১৩৯ হা.৫০৭৪ নং হাদিসের টিকা দ্রষ্টব্য, কিতাবুল ঈমান মিন ফাতহিল বারী ইবনে রজব হাম্বলী ৬/৯২।

[১১৮]. কিতাবুল আছার ১/৬০৮ হা.২১৮নং হাসির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[১১৯]. আওযাযুল মাসালিক: ২/২১০ হা.১৯৪, আল-মুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা :২/৭০-৭১ হা.১৯৫

عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يُتَّقِي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيءُ.

(المصنف لابن ابى شيبة، كتاب الصلاة/ المرأة كيف تَكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟)

৬৯নং হাদীস– হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রহ. বলেন, মহিলাদের আদেশ করা হত, তারা যেন দু'পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসে। পুরুষের মত না বসে। কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদের এমনটি করতে বলা হয়েছে।[120] এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। হাদীস হাসান।

قال محمد : احب الينا ان تجمع رجليها فى جانب و لا تنتصب انتصاب الرجل . (كتاب الاثار، كتاب الصلاة/باب المراة تؤم النساء و كيف تجلس فى الصلاة)

৭০নং হাদীস– হযরত ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল মহিলা দু'পা এক পাশে (ডান পাশে) বের করে দিবে এবং পুরুষের মত খাঁড়া করে রাখবে না।[121]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ . رجاله ثقات

(مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلوة، بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ)

৭১নং হাদীস– হযরত নাফে রহ. বলেন সাফিয়া বিনতে আবী উবাইদ যখন দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে বসতেন উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসতেন।[122] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

ওপরের সহীহ হাদীস ও আছার দ্বারা এ-কথা প্রমাণ হয়, যে মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসবে।

ডান হাত ডান রানের ওপর এবং বাম হাত বাম রানের ওপর রেখে স্থিরভাবে বসবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ... (صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب امر النبى صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعه)

---

১২০. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫-৬ হা.২৭৯৯, কিতাবুল ঈমান মিন ফাতহিল বারী ইবনে রজব হাম্বলী ৬/৯২।

১২১. কিতাবুল আছার ৬০৯ হা.২১৮

১২২. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৮-১৩৯ হা. ৫০৭৪,

৭২নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন। ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে।[123]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (فَرَأَيْتُهُ ... وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . رجاله ثقات. (سنن النسائى، كتاب التطبيق/باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد)

৭৩নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন আমি রাসূল সা. এর কাছে এসে দেখেছি। তিনি বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে বসতেন এবং ডান হাত ডান রানের ওপর রাখতেন এবং ডান হাতের আঙ্গুল দোআর জন্যে খাড়া করতেন। বাম হাত বাম রানের ওপর রাখতেন।[124] হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. اسناده قوى. (مسند احمد بن حنبل)

৭৪নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রাসূল সা. কে দেখেছি যখন তিনি বসতেন ডান হাত ডান রানের ওপর এবং বাম হাত বাম রানের ওপর রাখতেন।[125] উক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী। অতএব হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

দুই সিজদার মাঝখানে অর্থাৎ প্রথম সিজদা থেকে উঠে বসে এ দোআ পড়বে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي . (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، المستدرك كتاب الصلاة/باب التامين، قال الذهبي فى تلخيصه صحيح)

---

[১২৩]. বুখারী শরীফ ১/১০৯ হা.৭৯৩, সহীহ মুসলিম ১/১৭০ হা.৯১১, সুনানে নাসায়ী ১/১০২ হা.৮৮৪, আবু দাউদ ১/১২৪ হা.৮৫৬, সুনানে তিরমিযি ১/৬৬-৬৭ হা.৩০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৪ হা.১০৬০, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২১২ হা.১৮৯০, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২০৯ হা.৪৬১,

[১২৪]. নাসায়ী শরীফ ১/১৩০ হা.১১৫৮, আবু দাউদ ১/১৩৮ হা.৯৫৮, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৮৪ হা.১৫৪২, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ৩১/১৬৩ হা.১৮৮৭১, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩১৩ হা.৭১২।

[১২৫]. মুসনাদে আহমাদ ৩১/১৬৪ হা.১৮৮৭১, নাসায়ী শরীফ ১/১৩০ হা.১১৫৮, আবু দাউদ ১/১৩৮ হা.৯৫৮, শরহু মাআ'নিল আসার ১/১৮৪ হা.১৫৪২, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩১৩ হা.৭১২।

৭৫নং হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. দু'সিজদার মাঝখানে এ দোআ পড়তেন। **'আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওরহামনী, ওজবুরনী, ওহদিনী, ওয়াফীনি, ওরযুকনী'**। হযরত হাকেম রহ. বলেন হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।[126]

প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করবে।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا... (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ)

৭৬নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তাকবীর দিয়ে সিজদা করতেন। তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে উঠতেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে সিজদা করতেন। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে উঠতেন এভাবে পূর্ণ নামায আদায় করতেন।[127]

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ...يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...(صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ)

৭৭নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. সিজদায় যেতে আল্লাহু আকবার বলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠাতে তাকবীর বলেন। সিজদায় যেতে তাকবীর দিতেন। সিজদা থেকে উঠতে তাকবীর দিতেন। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক খেকে উঠতে তাকবীর দিতেন। এভাবে প্রতি রাকাত, শেষে আবু হুরাইরা রা. বলেন আল্লাহর কসম আমি রাসূল সা. এর সাথে সামাঞ্জস্য পূর্ণ নামায আদায় করলাম।[128]

---

[১২৬]. আল মুসতাদরাক ১/৪০৫ হা.১০০৪, সুনানে তিরমিযি ১/৬৩ হা.২৮৪, আবু দাউদ ১/১২৩ হা.৮৫০, ইবনে মাযা ৬৪ হা.২৮৪, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৬/৮৩ হা.৮৯৩০।

[১২৭]. বুখারী শরীফঃ ১/১০৮-১০৯ হা.৭৮৯, সহীহ মুসলিম ১/১৬৯ হা.৮৯৪, আবু দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৬, নাসায়ী শরীফ ১/১২৯ হা.১১৫০।

[১২৮]. বুখারী শরীফঃ ১/১১০ হা.৮০৩, সহীহ মুসলিম ১/১৬৯ হা.৮৯৪, আবু দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৬, নাসায়ী শরীফ ১/১২৯ হা.১১৫০।

‘আল্লাহু আকবার’ বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে বসবে না।

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (صحيح البخارى، كتاب الاذان/بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ)

৭৮নং হাদীস– হযরত মুতারিরফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত আলি রা. এর পিছনে আমি ও ইমরান বিন হুসাইন নামায আদায় করলাম। তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন তাকবীর বললেন, সিজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাকবীর বললেন, আবার দু’রাকাতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাকবীর বললেন। তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন ইমরান বিন হুসাইন আমার হাত ধরে বললেন ইনি (আলী রা.) আমাকে রাসূল সা. এর নামায স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে রাসূল সা. এর ন্যায় নামায আদায় করেছেন।[129]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وساق الحديث وفيه) ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . (صحيح البخارى، كتاب الايمان والنذور/بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ)

৭৯নং হাদীস– হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে পুনরায় সিজদা করবে, অতঃপর সিজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।[130]

---

১২৯. বুখারী শরীফঃ ১/১০৮ হা.৭৮৬, সহীহ মুসলিম ১/১৬৯ হা.৮৯৯, সুনানে নাসায়ী ১/১২২ হা.১০৮২, সুনানে আবী দাউদ ১/১২১ হা.৮৩৫, মুসনাদে আহমাদ ৩৩/২০১ হা.১৯৯৯৫।

১৩০. বুখারী শরীফ ২/৯৮৬ হা.৬৬৬৭, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.২৮৭৭, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৫৫২-৫৩ হা.২৯৭৬, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার হা.১২৬৬।

عَنْ عَبَّاسٍ – أَوْ عَيَّاشٍ – بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –ﷺ– وَفِى الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ ... ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ (سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة /باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ)

قال العلامة محمد بن على النيموى رحمه الله (المتوفى ه1322) اسناده صحيح فى ابواب صفة الصلاة, باب فى ترك جلسة الاستراحة(مكتبة البشرى).

৮০নং হাদীস– হযরত আব্বাস বা আয়্যাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তার পিতা ছাহাবিয়ে রাসূল সাহল সায়েদি, আবু হুরাইরা, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ রা. উপস্থিত ছিলেন (সেখানে উল্লেখ হয়েছে) তাকবীর দিয়ে সিজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, নিতম্বে ভর দিয়ে বসলেন না।[131]

আল্লামা নিমাবী রহ. উক্ত হাদীসটিকে সনদসূত্রে সহীহ বলেছেন।[132]

দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের মত আদায় করবে। তবে “সানা” ও “তাআউয” পড়বে না।

حدثنا ابو عبد الله بن يعقوب الحافظ ثنا يحى بن محمد بن يحى ثنا عبد الوهاب بن عبد ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا قال الذهبي فى تلخيصه على شرطهما. (المستدرك)

৮১নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন রাসূল সা. যখন দ্বিতীয় রাকাতে দাড়াতেন সুরা ফাতেহা শুরু করতেন চুপ থাকতেন না। বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটির মান সহীহ। এ-বিষয়ে ইমাম যাহাবী রহ. ও একমত পোষন করেছেন।[133]

---

১৩১. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৭ হা.৭৩৩, কিতাবুল ঈমান মিন ফাতহিল বারি ৬/৮৫, জামেউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল ৫/৪১৫ হা.৩৫৭৬, মুসনাদুস সাহাবা ফিল কুতুবিত তিসআ ৪৭/১২২।

১৩২. আসারুস সুনান ১৭৪ হা.৪৪৯

১৩৩. আল মুসতাদরাক ১/৩৩৬ হা.৭৮২, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ২/৬৮৪ হা.১৬০৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২৬৩ হা.১৯৩৬, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৩২০৫।

প্রথম বৈঠকে কেবল তাশাহুদ আত্তাহিয়্যাতু পড়বে।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . (صحيح البخارى كتاب الاذان/بَاب التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ)

৮২নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা রাসূল সা. এর পিছনে নামায আদায় করছিলাম। আমরা বললাম শান্তি বর্ষিত হোক জিব্রাইল ও মিকাইল আ. এর ওপর, শান্তি বর্ষিত হোক অমুক অমুকের ওপর রাসূল সা. আমাদের দিকে ফিরে বললেন আল্লাহ তা'আলা শান্তি বর্ষণকারী। অতএব যখন নামায আদায় করবে বলবে **'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওসসালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাত আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু রাসূলুহ'।**[১৩৪]

তাশাহহুদে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা' বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমাঙ্গুলীর সাথে মিলিয়ে রেখে শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় ইশারা বন্ধ করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. (كتاب المساجد، باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِى الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ)

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন তাশাহহুদে বসতেন ডান হাত তার ডান হাটুর ওপর এবং বাম হাত তার বাম হাটুর ওপর রাখতেন এবং

[১৩৪]. বুখারী শরীফ ১/১১৫ হা.৮৩১, সহীহ মুসলিম ১/১৭৩ হা.৯২৪, সুনানে নাসায়ী ১/১৪২-৪৩ হা. ১১৬৯, সুনানে আবী দাউদ ১/১৩৯ হা.৯৬৯, সুনানে তিরমিযি ১/৬৫ হা.২৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৪ হা.৮৯৯, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৪১৩০।

(হাতের তালু ও আঙ্গুলসমুহ আরবী) তিপ্পান্ন এর মত করে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন।[135]

وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي ﷺ (عون المعبود شرح سنن ابي داود، كتاب العلم)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় ইশারা করবে। কেননা এ বিষয়ে ইমাম বায়হাকী রহ. রাসূল সা. এর ফেল তথা কর্ম উল্লেখ করেছেন।[136]

তাশাহহুদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে না। কেননা হাদীসে শরীফে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا (سنن ابي داود، كتاب الصلاة/باب الاشارة في التشهد)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন তাশাহ্হুদ পড়তেন তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, তবে আঙ্গুল বারবার নড়াচড়া করতেন না।[137] হাদীসটি সহীহ

قال النووي: إسناده صحيح (أبواب الصَّلَاةِ، بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ)

ইমাম নববী রহ. হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন।[138]

সুতরাং তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুলকে বারবার নাড়াচড়া করা যাবেনা।

শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে দুরূদ শরীফ ও দোআয়ে মাছুরা পড়বে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

---

১৩৫. সহীহ মুসলিম ১/২১৬ হা.১৩৩৮, নাসাঈ শরীফ ১/১৪১ হা.১২৬৫, সুনান আবু দাউদ ১/১০৫ হা.৭২৬, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২৭০ হা.১৯৪৩।

১৩৬. আওনুল মাবুদ শরহে সুনান আবু দাউদ ২/৩০৫, সুবুলুস সালাম ১৪/১৩৯।

১৩৭. আবু দাউদ ১/১৪২ হা.৯৯১, সুনানে নাসায়ী ১/১৪২ হা.১২৬৯, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৫/৪৬৯ হা.৮৫২৪, আল-ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম ১/১৭৫ হা.২৮৯।

১৩৮. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫০, ২৯৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, আল-মাযমু' শারহুল মুহায্যাব ৩/৪৫৪।

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو .(صحيح البخارى، كتاب الصلاة، بَاب مَا يُتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)

৮৩নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, তোমরা এ দোআ পড়বে। 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি' তারপর (তাশাহুদ শেষ হবার পর) যে দোআ ভাল লাগে পড়বে।[139]

سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (صحيح البخارى، كتاب احاديث الانبياء)

৮৪নং হাদীস: আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব বিন উজরা রা. আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদীয়া দেবনা যা আমি রাসূল সা. এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি? আমি বললাম হ্যাঁ, আপনি আমাকে সে হাদীয়াটি দিন। তিনি বললেন আমরা রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আপনাদের ওপর অর্থাৎ আহলে বাইতের ওপর কিভাবে দুরুদ পাঠ করতে হবে? কেননা আল্লাহ তাআলা তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার ওপর সালাম করব? তিনি বললেন তোমরা এভাবে বলবে 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওআলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহিম ওআলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহম্মাদ ওআলা আলি মুহাম্মাাদ

---

১৩৯. বুখারী শরীফঃ ১/১১৫ হা.৮৩৫, সুনানে নাসায়ী ১/১৪৫ হা.১২৯৮, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩০৯ হা.৭০৩, মুসনাদে আহমাদ ৭/১৭৭-৭৮ হা.৪১০১।

কামা বারাকতা আলা ইবরাহিম ওআলা আলি ইরাহমি ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ’ ।[140]

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (صحيح البخارى، كتاب الصلوة/بَاب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ)

৮৫নং হাদীস– হযরত আব বকর সিদ্দিক রা. রাসূল সা. কে বলেন, আমাকে এমন একটি দোআ শিক্ষা দিন যা নামাযে (দোআ করব) পড়ব। রাসূল সা. বললেন বল ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফছি যুলমান কাছীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতান মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম’ ।[141]

প্রথমে ডানে ও পরে বামে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ. رجاله ثقات (سنن النسائ كتاب السهو/كيف السلام على اليمين)

৮৬নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে ডান ও বামে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফিরাতে দেখেছি। সালামের সময় তার চেহারার শুভ্রতা দেখেছি। হযরত আবু বকর ও ওমর রা. কে এমন করতে দেখেছি।[142] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

---

[১৪০]. বুখারী শরীফ ১/৪৭৭ হা.৩৩৭০, আল মুজামুল আওসাত তবরানী হা.২৩৬৮, মিশকাত ১/৮৬ হা.৯১৯।

[১৪১]. বুখারী শরীফঃ ১/১১৫ হা.৮৩৪, সহীহ মুসলিম ২/৩৪৭ হা.৭০৪৪, সুনানে নাসায়ী ১/১৪৬ হা. ১৩০২, সুনানে তিরমিযি ২/১৯২, হা.৩৫৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭২ হা.৩৮৩৫, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৩১৩-১৪ হা.১৯৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১/১৮৭ হা.৮।

[১৪২]. নাসায়ী শরীফ ১/১৪৮ হা.১৩১৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৩৩১ হা.১৯৯১, মুসনাদে আবী ইয়া’লা আল মুসিলী হা.৫১০২, মুসনাদে আহমাদ ৬/২৩৩-৩৪ হা.৩৭০২।

সাহু সাজদা কখন

যদি ভুলক্রমে নামাযের কোন ফরজ বা ওয়াজিব আগ-পিছ হয়ে যায়, কিংবা কোন ফরজ বা ওয়াজিব বারবার করা হয় বা ওয়াজিব বাদ পড়ে যায় তখন সাহু সাজদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সাহু সাজদা করার নিয়ম।

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'সাজদা করবে, অতঃপর তাশাহহুদ ও দুরূদ শরীফ পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে।

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. رجاله ثقات (ابن ماجه، بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ)

৮৭নং হাদীস– আলকামা থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. সালামের পর সাহুর দু'সাজদা করেছেন এবং বলেছেন রাসূল সা. এমনই করেছেন।[143] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ . صحيح بشواهده (نسائى شريف، باب السلام بعد سجدتى السهو)

৮৮নং হাদীস– হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. সালাম ফেরালেন। অতঃপর সাজদায়ে সাহু করলেন, অতঃপর আবার সালাম ফেরালেন।[144] উক্ত হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، : وقال الذهبى فى تلخيصه: صحيح على شرطهما. (المستدرك على صحيحين، باب سجدتى السهو بعد السلام)

৮৯নং হাদীস– ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. সাজদায়ে সাহুতে তাশাহুদ পড়েছেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়েছেন। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী এবং ইমাম যাহাবী রহ. সহীহ বলেছেন।[145]

---

১৪৩. ইবনু মাজা ৮৫ হা.১২১৮, সহীহ মুসলিম ১/২১৩ হা.১৩১৪, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৪৪৮ হা. ১০৫৮, মুসনাদুল হুমায়দী হা.৯৬, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৩৯ হা.৪৪৭৫, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৪০০৮।

১৪৪. নাসায়ী শরীফ ১/১৪৯ হা.১৩২৯, সুনানে তিরমিযি ১/৮৩,৯০ হা.৩৬৪,৩৯৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ ২/১৫৫-৫৬ হা.২৯২১।

সাহাবায়ে কেরামের আমল।

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَثَوْبَانَ. .. فَطَائِفَةٌ رَأَتِ السُّجُودَ كُلَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.

(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، بَابٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ)

সালামের পর সাজদায়ে সাহু রাসূল সা. থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেমন- ইমরান বিন হুসাইন, আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, মুগীরা ও ছাওবান রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে এই নিয়ম এসেছে। এক জামাত ফুকাহা, মুহাদ্দিস এ-মত গ্রহণ করেছেন উপর্যুক্ত হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে যে, সর্বাবস্থায় সালাম ফিরিয়ে সাহু-সাজদা করবে। উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে এই নিয়ম প্রমাণিত হয়। এছাড়া যে সব সাহাবাদের ফতোয়ায় এ নিয়ম পাওয়া যায় তারা হলেন আলী, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসীর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর রাযি. তাবেয়ীদের মধ্যে হাসান বসরী, ইবরাহিম নাখায়ী, ইবনু আবী লায়লা, সুফিয়ান ছাওরী, হাসান ইবনে সালেহ, ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য কুফী ইমামগণ।[146]

নামায পরবর্তী দো'আ সমূহ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. (مسلم شريف، باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ)

---

[১৪৫]. আল মুসতাদরাক ১/৩২৩ হা. ১২০৭, তিরমিযী ১/৯০ হা.৩৯৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৪৪৯-৫০ হা.১০৬২, আল-মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রায্যাক ২/৩১৪ হা.৩৪৯৯, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা. ৪০৬২, আল আওসাত ইবনে মুনযির হা.১৬৬৫।

[১৪৬] . আল ইতিবার ফি নাসেখ ওয়াল মানসুখ মিনাল আছার পৃ.২৯৬-২৯৭।

৯০নং হাদীস: ছাওবান রা. বলেন, রাসূল সা. নামায শেষে তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন এরপর বলতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! আপনি রহমাত এবং তোমার নিকট থেকেই রহমাত লাভ করা যায়। আপনি সুমহান।[147]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً. (مسلم شريف، باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ)

৯১নং হাদীস– কাব ইবনে উজরা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর বলার কতিপয় বাক্য আছে। সেগুলো যারা বলিবে তাহারা কখনো নৈরাশ হবে না। ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪বার আল্লাহু আকবার।[148]

[১৪৭] . মুসলিম শরীফ ১/২১৮ হা.১৩৬৩, সুনানে নাসায়ী ১/১৫০ হা.১৩৩৭, সুনানে ইবনে মাজা ৬৬ হা.৯২৮, মুসনাদুল বায্যার হা.৪১৭৭, মিশকাত ১/৮৮ হা.৯৬১।

[১৪৮]. মুসলিম শরীফ ১/২১৯ হা.১৩৭৭, আল মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রায্যাক ২/২৩২ হা.৩১৮৬, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৩১৪৭, শুআবুল ঈমান বায়হাকী হা.৬১৪, মুসনাদে আবী আওয়ানা হা.২০৮৪।

বিতির নামায আদায়ের পদ্ধতি

বিতির নামায এক সালামে তিন রাকআত, অন্যান্য নামাযের মত আদায় করবে। তবে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর 'সূরা আলা', দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'সূরা এখলাছ' পড়া সুন্নাত। তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়া শেষে তাকবীর দিয়ে পুনঃ হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে পুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধবে। এরপর 'কুনুত' পাঠ করবে। অন্যান্য নামাযের ন্যায় বাকি অংশ আদায় করবে।

বিতির নামায এক সালামে তিন রাকাত।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ...(صحيح البخارى، كتاب التهجد/بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ)

৯২নং হাদীস– হযরত আবু সালামা রা. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন। রমযান মাসে রাসূল সা. এর নামায কেমন ছিল? তখন তিনি বলেন, রাসূল সা. রমযান মাস ছাড়া অন্য-মাসে এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে প্রশ্ন করোনা। (তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন চার-চার রাকাত করে)। তারপর (বিতির নামায) তিন রাকাত আদায় করতেন।[149]

قال السندي : قوله ثم يصلى ثلاثا : ظاهره أنها بسلام واحد. (سنن النسائى شرح الإمامين السيوطى والسندى (مكتب المطبوعات الاسلامية، بحلب) باب:كيف الوتر بثلاث)

আল্লামা সিন্ধি রহ. নাসায়ী শরীফের উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন 'ثم يصلى ثلاثا' 'অতঃপর তিন রাকাত আদায় করলেন' একথা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় নামাযটি এক সালামে আদায় করা হয়েছে।[150]

---

[১৪৯]. বুখারী শরীফ ১/১৫৪ হা.১১৪৭, সহীহ মুসলিম ১/২৫৪ হা.১৭৫৭, সুনানে আবী দাউদ ১/১৮৯ হা.১৩৪৩, সুনানে তিরমিযি ১/৯৯-১০০ হা.৪৩৯, সুনানে নাসায়ী ১/১৯১ হা.১৬৯৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৪৯৭-৯৮ হা. ১১৬৬, মুসনাদে আহমাদ ৪০/৫০৩ হা.২৪৪৪৬।

[১৫০]. সুনানে নাসায়ী বি শরহি সূয়ূতী ওয়াস সিন্ধি ৩/২৩৪ হা.১৬৯৭

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قال الذهبي فى تلخيصه:على شرطهما. (المستدرك، كتاب الوتر)

৯৩নং হাদীস– হযরত আয়শা রা. বলেন রাসূল সা. বিতির নামাযে প্রথম দু'রাকাতে (শেষে) সালাম ফিরাতেন না। হযরত হাকেম ও ইমাম যাহাবী রহ. উক্ত হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ.এর শর্তে সহীহ বলেছেন।[151]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (المستدرك)

৯৪নং হাদীস– হযরত আয়শা রা. বলেন, রাসূল সা. বিতির নামায তিন রাকাত আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. এভাবে তিন রাকাত আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন। এ পদ্ধতি মদীনাবাসী ও গ্রহণ করেছেন।[152]

قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ فَقَالَ:كَانَ عُمَرُ أَفْقَهُ مِنْهُ، كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرِ. (المستدرك)

৯৫নং হাদীস– হযরত হাসান বসরী রহ. কে বলা হল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বিতির নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন। তারপর তিনি বললেন ওমর রা., তার ছেলে আব্দুল্লাহ রা. থেকে অধিকজ্ঞানী ও অনেক বড় ফকীহ ছিলেন। তিনি তৃতীয় রাকাতের জন্যে তাকবীর দিয়ে উঠে যেতেন।[153]

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ. رجاله ثقات (سنن النسائى، كتاب قيام الليل و تطوع النهار/باب كيف الوتر بثلاث؟)

---

১৫১. আল-মুসতাদরাক ১/৪৪৬ হা.১১৩৯, সুনানে নাসায়ী ১/১৯১ হা.১৬৯৮, আল-মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৭, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুয়া হা.১১৭৪, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার হা.১৪৭১।

১৫২. আল মুসতাদরাক ১/৪৪৬ হা.১১৪০, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৬।

১৫৩. আল মুসতাদরাক ১/৪৪৬ হা.১১৪১, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৫০০৩, কানযুল উম্মাল হা.২১৮৭০, জামেউল আহাদীস জালালুদ্দীন হা.৩০৬৭৫।

৯৬নং হাদীস– হযরত আয়শা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।[154] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

قال السندى : قوله : "كان لايسلم فى ركعتى الوتر" أى حتى يضم اليهما الركعة الثالثة فيسلم بعدها. (سنن النسائى بشرح الإمامين السيوطى والسندى (مكتب المطبوعات الإسلامية، بحلب) باب كيف الوتر بثلاث؟)

আল্লামা সিন্ধি রহ. বলেন 'বিতিরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না' দুই রাকাতের সাথে তৃতীয় রাকাত মিলিয়ে তারপর সালাম ফিরাতেন।[155]

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, বিতির নামায এক সালামে তিন রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতেই সালাম ফিরাবে।

বিতির নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পড়া মুস্তাহাব। অন্য রেওয়ায়েতে তৃতীয় রাকাতে সূরা ফালাক বা নাস পাঠ করার কথা এসেছে।

عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى و في الثانية قل يا أيها الكافرون و في الثالثة قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الامام الذهبي رواه ثقات عنه وهو على شرط الشيخين (المستدرك مع التلخيص، كتاب الوتر)

৯৭নং হাদীস– হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তিন রাকাত বিতির পড়তেন। প্রথম রাকাতে 'সূরা আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'সূরা এখলাছ', 'সূরা ফাল্াক' বা 'নাস' পাঠ করতেন।

হাকেম রহ. বলেন উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন উক্ত হাদীসের সকল রাবী ছেকাহ এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ ।[156]

---

১৫৪. নাসায়ী শরীফ ১/১৯১ হা.১৬৯৭, আল মুআত্তা মুহাম্মাদ ১৫০-৫১ হা.২৬৬, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৯৩-৯৪ হা.৬৯১২, সুনানে দারাকুতনী হা.১৬৮৪, আল মুজামুল আওসাত তবরানী হা.৬৬৬১, জামেউর উসূল ফী আহাদীসির রাসূল হা.৪১৬৮।

১৫৫. সুনানে নাসায়ী বি শরহিল ইমামাঈন আস-সূয়ূতী ওয়াস সিন্দি ৩/২৩৫ হা.১৬৯৮

১৫৬. আল মুসতাদরাক ১/৪৪৭-৪৮ হা.১১৪৪, সুনানে দারাকুতনী হা.১৬৯৫।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

(سنن النسائى كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ) هذا حديث صحيح لذاته

৯৮নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. তিন রাকাত বিতির পড়তেন। প্রথম রাকাতে 'সূরা আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করতেন।[157] হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِى الأُولَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِى الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِى الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . رجاله ثقات (سنن النسائى)

৯৯নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বিতির নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। প্রথম রাকাতে 'সূরা আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করতেন।[158] সনদসূত্রে হাদীসটির মান সহীহ।

তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুরুষ ও মহিলা যথা নিয়মে তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধবে।

عن ابراهيم أن القنوت فى الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع فإذا أردت أن تقنت فكبر وإذا أردت أن تركع فكبر أيضا، قال محمد: و به نأخذ و يرفع يديه فى التكبيرة الأولى قبل القنوت كما يرفع يديه في افتتاح الصلوة ثم يضعهما ويدعو، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. رجاله ثقات. قال المحقق خالد العواد في هامشه: إسناده جيد

[157]. নাসায়ী শরীফ ১/১৯১ হা.১৭০১, সুনানে তিরমিযি ১/১০৬ হা.৪৬২, মুসনাদে আবী হানীফা ১/২১৮,২১৯ হা.১৩৫,১৩৬, মুসনাদে আহমাদ ৪৩/৭৯ হা.২৫৯০৬, মুসনাদে আবী ইয়ালা আল মুসিলী হা.২৫৫৫, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৫০৫৮, কানযুল উম্মাল হা.২১৮৯৩।

[158]. নাসায়ী শরীফ ১/১৯১ হা.১৭০২, মুসনাদে আবী হানীফা ১/২২১ হা.১৩৮, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪৫২ হা.২৭২০।

(كتاب الآثار لمحمد ت خالد العواد (دار النوادر) كتاب الصلوة/باب القنوت في الصلاة) قال العلامة النيموى: إسناده صحيح (أثار السنن، باب: قنوت الوتر قبل الركوع)

১০০নং হাদীস– হযরত ইবরাহীম নাখায়ী থেকে বর্ণিত, বিতির নামাযে রুকুর পূর্বে কুনূত পড়া ওয়াজিব। রমযান হোক বা না হোক। তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষ করে কুনূত পড়ার আগে তাকবীর দিবে এবং রুকুর সময় তাকবীর দিবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন এটিই আমাদের দলীল। কুনূতের পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠাবে, যেভাবে নামাযের শুরুতে হাত উঠানো হয়। অতঃপর হাত বাঁধবে এবং দুআ পড়বে। এটিই ইমাম আবু হানীফার অভিমত।[159]

আল্লামা নিমাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[160] মুহাদ্দীস খালেদ আল আওয়াদ হাদীসটির সনদকে জায়্যিদ বলেছেন।[161]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. (البخارى فى جزء رفع اليدين. اسناده صحيح)

১০১নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিতির নামাযে তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পড়তেন। এরপর হাত উঠাতেন, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন।[162]

ইমাম বুখারি রহ. উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তিনি লেখেন-

هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله ﷺ

এ-সব হাদীস রাসূল সা. থেকে সহীহ তথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত।[163]

মুহাদ্দিস নিমভী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[164]

عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ وَرَكَعَ» (المعجم الكبير للطبرانى، مجمع الزوائد كتاب الصلوة/باب القنوت.) هذا حديث حسن

---

১৫৯. কিতাবুল আসার ৬৪ হা.২১২

১৬০. আসারুস সুনান ২৪০ হা.৬৩৪, কিতাবুল হুজ্জাতি আলা আহলিল মাদিনা ১/১৩৮।

১৬১. কিতাবুল আসার ১/২২৪ হা.২১২

১৬২. রাফউল ইয়াদাইন লী বুখারী ৩৪৬ হা.৯৬, আল-মুজামুল কাবীর তবরানী হা.৯৪২৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ ২/২৪৭ হা.৩৪৬৭।

১৬৩. রাফউল ইয়াদাইন লী বুখারী ৩৪৬ হা.৯৬।

১৬৪. আসারুস সুনান ২৪১ হা.৬৩৫।

১০২নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কেরাত শেষে তাকবীর দিতেন। এরপর কুনূত পড়ে তাকবীর দিয়ে রুকু করতেন।[165] হাদীসটি হাসান।

দোআয়ে কুনূতে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা' পড়বে।

عَنْ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَنَتَ فِيهَا وَقَالَ فِي قُنُوتِهِ: اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُصَنَّفِ لِإِبْنِ اَبِيْ شَيْبَةِ بِطَرِيْقِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَفِيْ رِوَايَةِ أُخْري شَرْح مَعَانِيْ الْاثَارِ بِطَرِيْقِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي , وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(شرح معانى الاثار كتاب الصلوة باب القنوت فى الفجر وغيره، المصنف لابن ابى شيبة، كتاب الصالاة، ما يدعوبه فى قنوت الفجر) قال العلامة بدرالدين العينى هذا اسناد صحيح. (نخب الافكار، قديمى كتب خانة)

১০৩নং হাদীস– হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রা. হযরত ওমর রা. পিছনে নামায পড়েছেন। তিনি কুনূত পড়েছেন এবং তিনি কুনূতে এ দোআ পড়েছেন **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা ওয়া নাছতাগফিরুকা** (অন্য রেওয়ায়েতে)[166] **ওয়া নুমীনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইরা** (অন্য বর্ণনায়) **ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইঁ ইয়াফ জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া লাকা নুছাল্লি ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ ওয়া নাহফিদু নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক'**।[167]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রাহ. বলেছেন উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।[168]

---

১৬৫. আল-মুজামুল কাবীর তবরানী হা.৯১৯২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ ২/১৪০ হা. ২৮২৫।

১৬৬. আল মুসান্নাফ-ইবনে আবী শায়বা ৫/৩৭ হা.৭১০৪।

১৬৭. তহাবী শরীফ ১/১৭৭ হা.১৩৭০, মারাসীলে আবী দাউদ ৮ হা.৮৯।

১৬৮. নুখাবুল আফকার ৩/৪২-৪৩।

দোআয়ে কুনুত পড়ে রুকু করবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا ... قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ. (صحيح البخارى كتاب المغازى، بَاب غَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُونَةَ)

১০৪নং হাদীস: হযরত আব্দুল আযীয রহ. বলেন, এক ব্যক্তি আনাস রা. কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। দোআ কুনূত রুকুর পর না কেরাত শেষে। তিনি বললেন রুকুর পর নয় বরং কেরাত পড়া শেষে।[169]

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ... رجاله ثقات. (سنن النسائى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابى بن كعب فى الوتر)

قال السندى! قوله "ويقنت قبل الركوع" ظاهره القنوت فى الوتر. (سنن النسائى شرح الامامين السيوطى والسندى (مكتب المطبوعات الاسلامية، بحلب) باب: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابى بن كعب فى الوتر)

১০৫নং হাদীস: হযরত উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. তিন রাকাত বিতিরের নামায আদায় করতেন। প্রথম রাকাতে 'সূরা আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'সূরা এখলাছ' পড়তেন।[170] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা সিন্ধী রহ. উক্ত হাদীসের টিকায় বলেন, 'রুকুর পূর্বে দোআয়ে কুনূত পড়তেন' একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিতির নামাযে দোআয়ে কুনূত পড়বে।[171]
নিমাবী রহ. উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[172]

---

১৬৯. বুখারী শরীফ ২/৫৮৬ হা.৪০৮৮, মুসনাদুস সাহাবা ফিল কুতুবিত তিসআ' ১৮/১২০।

১৭০. নাসায়ী শরীফ ১/১৯১ হা.১৬৯৮, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা.৫০৫১, বাগয়াতুল বাহিস আন যাওয়াদে মুসনাদিল হারিস হা.২২৮।

১৭১. শরহুস সুয়ূতী ওয়াস সিন্ধি ৩/২৩৫ হা.১৬৯৯

১৭২. আছারুস সুনান ২৩৯ হা.৬৩০

عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. رجاله ثقات. (المصنف لابن ابى شيبة كتاب الصلوة، فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ) قال النيموى: اسناده صحيح (اثار السنن باب:قنوت الوتر قبل الركوع)

১০৬নং হাদীস: হযরত আলকামা রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও রাসূল সা. এর সাহাবীগণ বিতির নামাযে রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন।[173]
সনদসূত্রে উক্ত হাদীসটি সহীহ।
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন- সনদটি হাসান।[174]
আল্লামা নিমাবী রহ. উক্ত হাদীস কে সহীহ বলেছেন।[175]

عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ:كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ .(شرح معاني الاثار ، كتاب الصلوة، بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا.) قال النيموى:اسناده صحيح. (اثار السنن باب:قنوت الوتر قبل الركوع)

১০৭নং হাদীস– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিতির নামায ছাড়া কুনূত পড়তেন না এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন।[176]
আল্লামা নিমাবী রহ. উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[177]

---

১৭৩. আল-মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৫২১ হা.৬৯৮৩
১৭৪. আদ্ব-দিরায়া ফি তাখরিজে আহাদিসিল হিদায়া লী ইবনে হাজার আসক্বালানি ১/১৪৯
১৭৫. আছারুস সুনান ২৪০ হা.৬৩২
১৭৬. শরহু মাআনিল আসার ১/১৭৯ হা.১৩৯৯।
১৭৭. আছারুস সুনান ২৩৯ হা.৬৩১।

তারাবীহ নামায

তারাবীহ নাম করণের কারণঃ

تراويح শব্দটি ترويح এর বহু বচন, অর্থ. একবার বিশ্রাম গ্রহন করা, যেমন تسليمة অর্থ. একবার সালাম দেওয়া। রমযান মাসে এশার নামাযের পর জামাতবদ্ধ হয়ে যে নামায আদায় করা হয় তাকে তারাবীহ বলা হয়। কেননা প্রথম যারা (সাহাবা) জামাতবদ্ধভাবে শুরু করেন তারা প্রত্যেক দুই রাকাতের পর বিশ্রাম গ্রহন করতেন।

তারাবীর আমল সে যুগ থেকে আমাদের যুগ

মদীনার মুসলমানদের আমলঃ

ইমাম বায়হাকী রহ. 'সুনানে কুবরা' নামক গ্রন্থে, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, যে ওমর রা. এর যুগে রমযানের রাতে সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য লোকেরা বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন।[178] উসমান রা. এর যুগে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো কষ্ট হওয়ায় লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[179]

তিনি আরো উল্লেখ করেন আলী রা. এর ছাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী শুতাইর ইবনে শাকাল রহ. রমযানে বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকআত বিতর পড়াতেন।[180]

এই ছিল ওমর, উসমান, আলী রা. এর যুগে তারাবীর আমল। আলী রা. শাহাদাত চল্লিশ হিজরীতে হয়, তার মৃত্যুর তেইশ বছর পর তেষট্টি হিজরীতে হাররার ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইমাম মালেক রহ. বলেন যে হাররার ঘটনার পূর্ব থেকে অদ্যাবধি শতাব্দীর বেশি হতে যাচ্ছে মদীনাতুর রাসূল এ আটত্রিশ রাকাত তারাবীর আমল চলে আসছে। সাহাবী মাআজ আবু হালীমা রা. হাররার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার ব্যাপারে ইবনে সিরীন রহ. এর ভাষ্য, তিনি (মাআজ) রমযানে একচল্লিশ রাকাত নামায পড়াতেন।[181] আয়শা রা. আবু হুরাইরা রা. আবু রাফে রাফে রা. এর ছাত্র নাফে রহ. (মৃত্যু.১১৭হি.)

---

[১৭৮]. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা.৪৮০১, মুসনাদে ইবনুল জাআদ হা.২৮২৫, খুলাসাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান হা. ১৯৬১।

[১৭৯]. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা.৪৮০১।

[১৮০]. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা.৪৮০৩।

[১৮১]. তুহফাতুল আহওয়াযী.৩/২২৯ হা.৮০৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বর্ণনা করেন আমি লোকদের (সাহাবী-তাবেয়ী) ছত্রিশ এবং তিন রাকাত বিতির নামায পড়তে দেখেছি। মোদ্দাকথা, ইমাম মালেক রহ. (মৃত্যু.১৭৯হি.) এর যুগ পর্যন্ত মদিনায় বিশ বা ততোধিক রাকআতের ওপর আমল ছিল। ইমাম মালেকের রহ. পরও সেখানে এ-আমল জারী ছিল। যেমনটি ইমাম তিরমিযী রহ. (মৃত্যু.২৭৯হি.) তার কিতাব 'সুনানে তিরমিযীতে' উল্লেখ করেছেন।[182] আর শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ কেন যেখানেই ইমাম মালেক রহ. এর অনুসারীগণ আছেন সেখানেই এ আমল জারী আছে, যা মালেকী ফিকহের কিতাবাদী অধ্যায়নে জানা যায়।

মক্কায় তারাবীহর আমলঃ

মক্কায় ও তারাবীহ বিশ রাকাত আদায় করা হত। না'ফে রহ. (মৃত্যু.১১৭হি.) এর বর্ণনা, ইবনে আবি মুলাইকা রহ. (মৃত্যু.১১৭হি.) আমাদের বিশ রাকাত তারাবীহ পড়াতেন।[183]

ইমাম শাফী রহ. (মৃত্যু.২০৪হি.) তিনি বলেন আমি মক্কাবাসিকে বিশ রাকাতের ওপর আমল পেয়েছি।[184]

যেহেতু ইমাম শাফী রহ. তারাবীহ বিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন তাই ইমাম শাফী রহ. এর অনুসারীগণ মক্কা বা তার বাইরে যেখানেই অবস্থান করেছেন সবাই বিশ রাকতের ওপর আমল করতেন। যেমনটি শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থাদি অধ্যায়নে প্রমাণিত হয়।

এখন ইরাক, কুফা, বসরা, ইত্যাদি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের উল্লেখ করছি যেন একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তখনকার যুগে সারা বিশ্বে মুসলমাদের আমল তারাবীর ব্যাপারে কি ছিল?

কুফার মুসলমানদের আমলঃ

পূর্বেই আলোচনা করেছি কুফায় আলী রা. (মৃত্যু.৪০হি.) এর হুকুমে তারাবীহ বিশ রাকাতই পড়া হত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.ও বিশ রাকাত আদায় করতেন।[185]

---

[১৮২]. তিরমিযী ১/১৬৬ হা.৮০৬।

[১৮৩]. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৪ হা.৭৭৬৫।

[১৮৪]. তিরমিযী ১/১৬৬ হা.৮০৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২২৮ হা.৮০৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[১৮৫]. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৩৪ হা.৮০৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আলী রা. ইবনে মাসউদ রা. এর সোহবাত প্রাপ্ত সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ রহ. (মৃত্যু.৮১হি.) বিশ রাকাত পড়াতেন।[186]

আলী রা. এর ছাত্র হারেছ আওয়ার রহ. বিশ রাকাত পড়াতেন।[187]

আলী ও সালমান ফারসী রা. এর ছাত্র আলী ইবনে রাবিআ রহ. তিনি ও বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন।[188]

সুফিয়ান সাওরী রহ. (মৃত্যু.১৬১হি.) তারাবীহ বিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন।[189]

ইমাম আবু হানীফা রহ. (মৃত্যু.১৫০হি.) তিনিও বিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যত জায়গায় তার অনুসারীগণ আছে সব জায়গায় তাদের আমলও তারাবীহ বিশ রাকাতের ওপর, যা ফিকহে হানাফির কিতাবাদি অধ্যয়নে প্রমাণিত হয়।

বসরায় মুসলমানদের আমল:

যুরারা বিন আবু আওফা রহ. (মৃত্যু. ৯৩হি.) যিনি আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, ইমরান বিন হুসাইন, আনাস এবং আয়শা রা. এর ছাত্র, রমযানের প্রথম বিশ দিন আঠাশ রাকআত তারাবীহ এবং শেষ দশ দিন চৌত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন।[190]

আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকরা, সাঈদ ইবনে আবীল হাসান এবং ইমরান আবদী রহ. ৮৩ হিজরির পূর্বে বসরার জামে মসজিদে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়াতেন এবং শেষ দশকে দুই রাকাত বৃদ্ধি করে দিতেন।[191]

বাগদাদের মুসলমানদের আমল:

বাগদাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (মৃত্যু.২৩৫হি) বিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন।[192]

দাউদ জাহেরী রহ.ও (মৃত্যু.২৭০হি.) বিশ রাকাত তারাবীর প্রবক্তা ছিলেন।[193]

---

১৮৬. সুনান কুবরা লী বাইহাকি ও ফী যাইলীহী আল-জাওহারুন নাক্বী হা.৪৮০৩।

১৮৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৪ হা.৭৭৬৭।

১৮৮. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৪ হা.৭৭৭২।

১৮৯. তিরমিযী শরীফ ১/১৬৬ হা.৮০৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৩৪ হা.৮০৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯০. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৩০ হা.৮০৬ হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১. কিয়ামুল লাইল ৫৫-৫৬ হা.৫৭।

১৯২. বেদায়াতুল মুযতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ ১/২৬২।

১৯৩. বেদায়াতুল মুযতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ ১/২৬২।

খুরাসানের মুসলমানদের আমল:

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, মুজাহিদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. (মৃত্যু.২৩৮হি.) তারাবীহ বিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন।[194]

ইমাম বুখারী রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রহ. (মৃত্যু.২৩৮হি.) চল্লিশ রাকাতের প্রবক্তা ছিলেন।[195]

তিরমিযী এবং তার অনুসারীগণ ও বিশ বা ততোধিক রাকাত আদায় করতেন।

এই ছিল মুসলিম বিশ্বে তথা মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, বাগদাদ, খুরাসান ইত্যাদি শহরগুলোতে সোনালী যুগের মুসলমাদের তারাবীর আমল।

যে-যুগ সম্পর্কে রাসূল সা. ইরশাদ করেন:

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ... (بخارى شريف، بَاب فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

১০৮নং হাদীস: আমার উম্মতের সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোক (সাহাবা) এরপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (তাবেয়ী) অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (তাবয়ে তাবেয়ী)।[196]

এ-হল তৃতীয় শতাব্দীর মাঝ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দীসগণের তথা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর তারাবীর আমল।

তৃতীয় শতাব্দীর অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই, ইমাম চতুষ্টয় তাদের ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং এই সমস্ত ইমামদের কিতাবাদিও সংকলিত হয়েছে সে যুগ থেকে অদ্যাবধি হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ কিতাব সংকলিত হয়েছে। এ-সমস্ত কিতাবাদিতে তারাবীহ বিশ রাকাতের আমলই উল্লেখ রয়েছে।

ওপরের আলোচনা দ্বারা একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হল তারাবীহ বিশ বা ততোধিক রাকাতের আমল ইতিহাসের সোনালী যুগ থেকে অদ্যাবধি উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় চলে আসছে।

---

১৯৪. তিরমিযী শরীফ ১/১৬৬।

১৯৫. তিরমিযী শরীফ ১/১৬৬।

১৯৬. বুখারী শরীফ ১/৫১৫ হা.৩৬৫০, মুসনাদে আবী ইয়ালা আল মুসিলী হা.৭৪২০, মুসনাদে আহমাদ ৩৩/৫৩ হা.১৯৮২০, মুসনাদুত তায়ালেসী হা.২৯৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ হা. ১৬৪০২, মিশকাত ২/৫৫৩-৫৪ হা.৬০০১।

হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাত সংখ্যা।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً . رجاله ثقات. (السنن الكبرى، باب مَا رُوِىَ فِى عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ)

১০৯নং হাদীস: সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রা. বলেন, ওমর ইনুল খাত্তাব রা. এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন।[197] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[198]

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. رجاله ثقات (مؤطا مالك، باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَان)

১১০নং হাদীস– ইয়াযিদ ইবনে রূমান রহ. থেকে বর্ণিত, ওমর রা. এর যুগে লোকেরা (সাহাবা-তাবেয়ী) রমযান মাসে তেইশ রাকাত আদায় করত।[199] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ.رجاله ثقات.(المصنف لابن ابى شيبة، كم يصلي فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكْعَةٍ)

১১১নং হাদীস– আব্দুল আজীয ইবনে রূফাই রহ. বলেন, উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযানে মদিনায় বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন।[200] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

উক্ত আলোচনা দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকাতের আমল হাদীসে রাসূল সা. এবং উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হল।

---

১৯৭. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা.৪৮০১, মুসনাদে ইবনুল জাআদ হা.২৮২৫, খুলাসাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান হা. ১৯৬১।

১৯৮. খুলাসাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান লী ইমাম নববী রহ. হা. ১৯৬১।

১৯৯. আল-মুয়াত্তায়ে মালেক ৪০ হা.৩০৫, মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার বায়হাকী হা.১৪৪৩, মুসনাদুস সাহাবা ফী কুতুবিত তিসআ ৫২/২০৯।

২০০. আল মুসান্নাফ-ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৪ হা.৭৭৬৬।

ঈদের নামায

ঈদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

প্রতিটি জাতির যেমন রয়েছে নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা। রয়েছে জাতীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা। ঠিক তেমনিভাবে রয়েছে মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব স্বকীয়তা, কালচার, সভ্যতা ও বাৎসরিক উৎসব পালনের সু-ব্যবস্থা । কিন্তু মুসলিম ও অন্য জাতির মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, মুসলিম উম্মাহ উৎসব পালনে তাদের রবের নির্দেশনা, নববী আদর্শ ভুলে না। তাইতো তাদের উৎসব শুরু হয় সালাত তথা নামায আদায়ের মাধ্যমে। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠি তার বিপরীত। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে জানা যায় যে, রাসূল সা. যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন মদীনার ইহুদী বৎসরে দু'দিন উৎসব পালন করত। রাসূল সা. বলেন তোমরা এ দু'দিনে কি কর? তারা বলল আমরা জহেলিয়াতের যুগ থেকেই এ-দু'দিন উৎসব পালন করে আসছি। রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে এর চেয়েও উত্তম দু'দিন উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন। ঈদুল ফিতর-ঈদুল আযহা। এরপর ২য় দ্বিতীয় হিজরী সনে রমযান মাস দু'দিন বাকি থাকতে সালাতুল ঈদের হুকুম অবতীর্ণ হয়।[201]

وَفِيهَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَخَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى فَكَانَ أَوَّلَ صَلَاةِ عِيدٍ صَلَّاهَا (البداية والنهاية، فَصْلٌ فِي فريضة شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ)

১২য় হিজরী সনে রাসূল সা. ঈদের সালাত আদায় করেন এবং সাহাবাদের নিয়ে ঈদগাহে গিয়েছিলেন। এটাই ছিল রাসূল সা. এর প্রথম ঈদ পালন।[202]

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায দু'রাকাত করে যা অন্যান্য নামাযের ন্যায় সম্পন্ন করবে। তবে কিছুটা বিতক্রমী যথা- **১**ম রাকাতে ছানার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর দিবে, অতঃপর কেরাতসহ অন্যান্য আমল বাকি নামাযের ন্যায়।

২য় রাকাতে কেরাতের পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে বাকি আমল অন্য নামাযের ন্যায় সম্পান্ন করবে।

---

[২০১]. ফাতহুল মুলহিম লী শাব্বীর আহমাদ উছমানি ৪/৩৫৭, সিরাতে মুস্তফা ১/৪৯৫।

[২০২]. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২০৭।

ঈদের অতিরিক্ত ছয় তাকবীর

أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ , قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ:لَا تَنْسَوْا ، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ . قال الطحاوى: فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ. رجاله ثقات (شرح معانى الاثار، كتاب الزيادة/بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا)

১১৩নং হাদীস– কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমাকে রাসূল সা. এর কয়েকজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসল সা. আমাদের নিয়ে ঈদের নামায আদায় করলেন এবং চারটি তাকবীর দিলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ভুলে যেও না, তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী গুটিয়ে চার আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে বললেন জানাযার তাকবীরের ন্যায় (ঈদের নামাযেও চারটি তাকবীর রয়েছে)।[203] হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ. حسن بشواهده (ابو داؤد شريف، باب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ.) قال الألباني :حسن صحيح

১১৪নং হাদীস– মাকহুল বলেন, আবু হুরাইরা রা. এর সঙ্গী আবু আয়শা (আল-উমাভী) জানিয়েছেন যে, কুফার আমীর সাঈদ ইবনুল আস রা. আবু মূসা আশআরী ও হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন রাসূল সা. ঈদের নামাযে কতটি তাকবীর দিতেন? আবু মূসা আশআরী রা. উত্তরে বলেন, জানাযার তাকবীরের ন্যায়। হুযাইফা রা. বলেন তিনি ঠিক বলেছেন, আবু মূসা আশআরী আরো বলেন, আমি যখন বসরায় ছিলাম তখন এ-ভাবেই তাকবীর দিতাম।

---

[২০৩]. শারহু মাআনিল আসার ২/৩৭১ হা. ৭২৭৩।

আবু আয়শা বলেন সাইদ ইবনুল আসের এই প্রশ্নের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।[204] সনদ সূত্রে হাদীসটি হাসান।

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيدٍ , فَدَعَا الْأَشْعَرِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَ: إِنَّ الْيَوْمَ عِيدُكُمْ , فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَلِ الْأَشْعَرِيَّ وَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: سَلْ عَبْدَ اللهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُكَبِّرُ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَهُوَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً , وَيَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ يَسْجُدُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً , يَرْكَعُ بِهَا» صحيح.
(شرح معانى الاثار، كتاب الزيادة/بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا)

১১৫নং হাদীস– ইবরাহিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনুল আস রা. এক ঈদের দিনে আবু মূসা আশআরী রা. ইবনে মাসউদ রা. হুযাইফা রা. কে ডেকে বললেন, আজ ঈদের দিন আমি কিভাবে ঈদের নামায আদায় করব? হুযাইফা রা. বললেন, আবু মূসা আশআরী রা. কে জিজ্ঞাসা করুন, আবু মূসা আশআরী রা. বললেন ইবনে মাসউদ রা. কে জিজ্ঞাসা করুন, ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এভাবে তাকবীর দিবে যে, এ-মর্মে তিনি উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তিনি এক তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। অতঃপর তিনি ৩ তকবীর দিলেন এবং কেরাত পাঠ করলেন, তারপর এক তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন। অতঃপর সাজদা করলেন এবং দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করলেন। তারপর তিনি ৩ তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি আরো এক তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন।[205] সনদসূত্রে উক্ত হাদীসটি সহীহ।

ওপরের হাদীসসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর দিবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কোরআন-হাদীস তথা শরীয়তের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন, সমস্ত ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ থেকে আমাদের ঈমান-আমল হেফাযত করুন। আমীন

---

[২০৪]. আবু দাউদ শরীফ ১/১৬৩ হা.১১৫৫, মুসনাদ আহমাদ ৩২/৫০৯-১০ হা.১৯৭৩৪, মুসনাদুস সাহাবা ফি কুতুবিত তিসআ ৩২/৩৬৮, জামেউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল হা.৪২৩৪।

[২০৫]. শারহু মাআনিল আসারঃ ২/৩৭২ হা. ৭২৮৪।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.আল কোরআন।

হাদীসগ্রন্থ

২. বুখারী শরীফ-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদি ইবনে ঈসমাইল আল বুখারী মৃত্যু ২৫৬ হি. (মাতবা আসাহহুল মাতাবে, দেওবন্দ)

৩. মুসলিম শরীফ-আল ইমাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হজ্জাজ আল-কুরাইশী নিসাবুরী মৃত্যু ২৬১ হি. (মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ)

৪. আবু দাউদ শরীফ- আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসআছ সিজিছতানী মৃত্যু ২৭৫ হি. (মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, দেওবন্দ)

৫. তিরমিযী শরীফ : আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, (মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ)

৬. নাসায়ী শরীফ-আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলি আন-নাসায়ী মৃত্যু.৩০৩ হি. (মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ)

৭. ইবনে মাজাহ-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ কযবীনী (মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ)

৮. মুআত্তায়ে মলেক-ইমামে দারুল হিজরা মালেক ইবনে আনাস (মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৯. মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ- মুজতাহিদে রাব্বানি মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শাইবানি মৃত্যু. ১৮৯হি. (মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

১০. তহাবী শরীফ আবু জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা তহাবী হানাফী মৃত্যু. ৩২১ হি. (মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ)

১১. আল মুসতাদরাক : হাফেয আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিসাপুরী (দারুল্ কুতুব আল ইলমিয়া)

১২. আত তালখীছ : শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮ হি. (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া)

১৩. কিতাবুল আছার-মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শয়বানী মৃত্যু ১৮৯ হি. (নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা)

১৪. মুসনাদে আহমাদ-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল মৃত্যু ২৪১ হি. (মুয়াস্সাসাতুর রেসালাহ, বাইরুত)

১৫. আর মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আবী শায়বা, মৃত্যু ২৩৫ হি. (মুয়াস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন, বাইরুত/শারিকাতু দারুল কিবলা, সৌদি-আরব)

১৬. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাদ সানআনী মৃত্যু.২১১হি. (এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া)

১৭.আস-সুনানুল কুবরা-আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলি বায়হাকী মৃত্যু.৪৫৮হি. (দারুল ফিকর)

১৮.সুনানে দারা কুতনী-আলি ইবনে ওমর দারা কুতনী মৃত্যু ৩৮৫ হিঃ। (মুআসসাতুর রিসালাহ)

১৯.মুসনাদে আবী দাউদ তয়ালেসী-সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনে জারুদ মৃত্যু ২০৪ হি.। (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া)

২০.আল মুজামুল কাবীর-আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমাদ তবরানী মৃত্যু ৩৬০ হি.। (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া)

২১.জামিউল মাসানীদ-মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ খাওয়ারযামী (মাকতাবায়ে হানাফীয়া)

২২.সহীহ ইবনে খুযায়মা-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খাযায়মা নিসাপুরী মৃত্যু.৩১১হি (আদ দারুল উসমানিয়া, আম্মান/মুয়াসসাসাতুর রাইয়ান, লেবানন)

২৩.সহীহ ইবনে হিব্বান-আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান খুরাসানী মৃত্যু ৩৫৪ হিঃ। (মুয়াসসাসাতুর রেসালাহ, বাইরুত)

২৪.আল ইতিবার ফি নাসেখ ওয়াল মানসুখ-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে হাযেমী মৃত্যু ৫৮৪ হি.।

হাদীস ব্যাখ্যা গ্রন্থ

২৫.ফতহুল বারী-আহমাদ ইবনে আলি ইবনে হজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২ হি.। (মাকতাবাতুস সাফা)

২৬. শরহু মুসলিম নববী-মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইবনে আশরাফ ইমাম নববী মৃত্যু ৬৭৬ হি.। (মাকতাবাতুল গাজালী)

২৭.ফতহুল মুলহিম-শাব্বীর আহমাদ উছমানী মৃত্যু ১৩৬৯ হি. (দারুল কলম, দামেশক)

২৮.ফতহুল মুনঈম- ড. মুসা শাহীন (দারুল শুরুক)

২৯.বযলুল মাজহুদ- খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মৃত্যু ১৩৪১ হি. (দারূল বাশাইর আল ইসলামীয়া)
৩০.মাআরিফুস সুনান-আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী রহঃ. (এইচ এম সাইদ কোম্পানী)
৩১.এলাউস সুনান-যফর আহমাদ ওছমানী (দারুল ফিকর)
৩২.আওজাযুল-মাসালিক– মুহাদ্দিস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. মৃত্যু. ১৪০২হি.।
৩৩.মাজমাউয যাওয়ায়েদ-হাফেজ নূরুদ্দীন হায়ছামী মৃত্যু ৮০৭ হি.। (মুআসসাসাতুল মাআরিফ)
৩৪.কিতাবুল আছার-তাহকীক-আবুল ওয়াফা আফগানী। (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া)
৩৫.কিতাবুল আছার-তাহকীক, খালেদ আল আওয়াদ।
৩৬.আসরুির সুনান-মুহাম্মাদ ইবনে আলি নিমভী মৃত্যু ১৩২২ হি.। (মাকতবাতুল বুশরা)
৩৭. সুবুলুস সালাম-মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইয়ামানী মৃত্যু ১১৮২ হি. (দারুল হাদীস কায়রো)
৩৮. নুখাবুল আফকার-বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল আইনী মৃত্যু ৮৫৫ হি.। (কাদীমি কুতুবখানা)
৩৯.নায়লুল আওতার-মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ শাওকানী। (দারুল হাদীস, কায়রো)
৪০. তুহফাতুল আহওয়াযী-আবুল আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহীম মুবারকপুরী। মৃত্যু ১৩৫৩ হি. (দারুল হাদীস, কায়রো)
৪১.আল মানহালুল আযবুল মাউরূদ- মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাবী সুবকী মুত্যু ১৩৫২ হি.। (মুআসসাসাতুল তারীখিল আরাবী)

উসূলে হাদীস গ্রন্থসমূহ

৪২.তাকরীবুন নববী-ইমাম নববী রহঃ. মৃত্যু ৬৭৬ হি.। (দারুল হাদীস, কায়রো)
৪৩.আল আহকাম।
৪৪.তাদবীরুর রাবী-হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী মৃত্যু ৯১১ হি.। (দারুল হাদীস)
৪৫.উসুলুছ ছারাখছী-আবু বকর মুহাম্মাদ ছারাখছী মৃত্যু ৪৯০ হি.। (দারুল ফিকর)
৪৬.নুখবাতুল ফিকার-ইবনে হজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২ হি.। (মাতবাউল ইলমী)

৪৭.আল মুকিযা- শামসুদ্দীন যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮ হি.।
৪৮.শরহু শরহীন নুখবা-মুহদ্দীস আলি কারী মৃত্যু ১০১৪ হি.। (দারুল আকরাম)
৪৯.মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ-আবু আমর উছমান ইবনে আব্দুর রহমান মৃত্যু ৬৪৩ হি.। (মাকতাবায়ে আশরাফীয়া)
৫০. কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস-আল্লামা যফর আহমাদ উছমানী মৃত্যু ১৩৯৪ হি.। (মাকতাবুল মাতবায়াতিল ইসলামিয়া)

বিবিধ।

৫১. আল মাদাওয়ানুল কুবরা- (দারুল ফিকর)
৫২. আল ফাতওয়াল কুবরা-আহমাদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া মৃত্যু ৭২৮ হি.। (দারুল ওয়াদা)
৫৩. আস সিআয়া-আব্দুল হাই লাক্ষ্ণবী মৃত্যু ১৩০৪ হিঃ। (মাকতাবাতু শায়খুল হিন্দ)
৫৪.আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-আবনে কাছীর (দারুত তাকওয়া)
৫৫.বেদায়াতুল মুজতাহিদ ও নেহায়াতুল মুকতাসিদ-আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ মৃত্যু.৫২০হি.।
৫৬.কিয়ামুল লায়ল-আবু নসর মারওয়ারী।
৫৭. বাদায়েয়ুল ফাওয়ায়েদ মৃত্যু.৭৫১ হি. দারু আলামিল ফাওয়ায়েদ।
৫৭. রাকাতুত তারাবীহ-হাবীবুর রহমান আজমী মৃত্যু ১৪১১ হি.। (মাকতাবাতুল হারাম)
৫৮.সিরাতে মুস্তফা-আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলবী। (বাংলা ইসলামীক একাডেমী)

সমাপ্ত